প্রথম প্রকাশ মহাসপ্তমী-অষ্টমী ১৩৫২
প্রকাশক নির্মলকুমার খাঁ
শতরূপা
১৭ মাকড়দহ রোড
হাওড়া ১
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা, অঙ্কন বিপুল গুহ
মুদ্রক সত্যপ্রসন্ন দত্ত
প্রাচী প্রেস
৩২ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট
কলকাতা ৯
প্রচ্ছদ মুদ্রক : নিউ প্রাইমা প্রেস
কলকাতা ১৩
বাঁধাই অশোকা বাইণ্ডিং ওআর্কস
কলকাতা ৯

মা

ও মলিনা কাকীমাকে

সূচিপত্র

কবির অন্য দুটি কাব্যগ্রন্থ :

১. নৈঃশব্দ্য, সম্মোহন এবং বিষাদ

২. উত্তর দক্ষিণ (অসীমকুমার বসু-জ্যোতির্ময় দাশ-অজিত বাইরী-শম্ভু রক্ষিত)

গান গাইতে থাকো আবার

ভাঙা দুর্গের চূড়ায় ব'সে গান গাইতে থাকো আবার
যেন জাগে পাহাড়, যেন গা ঝাড়া দিয়ে দাঁড়ায় গাছপালা ;
পাখিদের পাড়ায় পড়ে যায় কোলাহল।

তখন রাতের চটি ছেড়ে লাফ দিয়ে উঠে আসবে
রক্তিম কুসুম। তখন বাইরে যাবে মানুষ
এবং পড়ন্ত বিকেলে জীবনের গল্প করতে করতে ফিরে আসবে ;

সমতলে ছড়ানো তাদের সেই সব
হোগলার ছাউনি কুঁড়েঘর ;
ঝাঁকড়া চুল, মাতাল শরীরে ফুটে উঠবে
মাদলের বোল ;
একটি শূকর শিকারের কাহিনী শুনতে শুনতে গোল হয়ে বসবে ;
আগুনে ঝলসানো মাংসের টুকরো
দাঁতে ছিঁড়ে, আগুনে সেঁকে নেবে শীতার্ত শরীর।

শীতবস্ত্র নেই তাদের, এ-জন্য
তাদের দুঃখ হয় না ; রেডিওতে শোনে না
তারা কিশোরকুমারের নৈশ-সঙ্গীত,
তারা পাহাড়ী খাদে ঝর্না পতনের শব্দ শোনে ;
এবং হাঁড়িয়া গিলে প্রেম করে অনায়াসে,
প্রেমের জন্য তাদের প্রয়োজন হয় না
আতর-গন্ধ, লেকের সন্ধ্যা কিংবা সিঁড়ির অন্ধকার।

নেশাখোর হে মাতাল পুরুষ,
ভাঙা দুর্গের চূড়ায় বসে গান গাইতে থাকো আবার
যেন জাগে পাহাড়, যেন পাখিদের পাড়ায়
পড়ে যায় কোলাহল।

অরণ্যে ডাকবাংলো

অরণ্যের এই নির্জন ডাকবাংলোর জানলায়
রাত্রির নখর থাবা ; পাহাড় জঙ্গলে ঢাকা গম্ভীর আদিম চরাচর।
খাদের ভিতর থেকে শব্দ করে হেসে উঠছে প্রাচীন পাথর
আর ভূতুড়ে হাওয়া হা-হা চিৎকারে ছুটে যাচ্ছে
অন্ধকার পাতা চিরে পাতার অন্ধকারে জংলা
গাছগাছড়ার আড়ালে, দুমড়ানো মোচড়ানো ভাঙা
ডালপালা, শুকনো পাতার স্তূপে খসখস শব্দ—
বুক ঘষে গোপন আস্তানায় সরে গেল একটি সরীসৃপ ;
আর উপত্যকার উপর
পাথরের চকমকি জ্বেলে পরস্পরের দৃষ্টিতে তীক্ষ্ণ
ক্রূর হিংস্রতায় আক্রমণ উদ্যত গর্জনে ফুঁসছে ক্রমাগত দুটি সিংহ ও গণ্ডার।
আকাশের কোণ থেকে ছিট্‌কে সরে যাচ্ছে এক-একটি নক্ষত্র,
অনেক রাত্রি পর্যন্ত
অরণ্যের এই নির্জন ডাকবাংলোর জানলায়
নিদ্রাহীন, আতঙ্কে আর সম্মোহনে স্থির
নিষ্পলক, তাকিয়ে আছি—বাইরে হাতছানি দিয়ে ডাকছে জঙ্গলে অন্ধকার।
ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যের দিক থেকে বারবার
চোখ ফিরিয়ে নিই, তারপর আবার
অকস্মাৎ ফেরাই চোখ, উন্মত্ত ওই রাক্ষসী প্রকৃতি
বুকের রক্তে মেশায় বুনো গন্ধ ;
লালবর্ণ মদে মাতাল কিংবা উন্মাদ হতে হয়
এখানে, এই পাহাড়তলীর জঙ্গলে
শেষ রাতে রহস্যময়ী চাঁদের তির্যক ভ্রু-ভঙ্গি
প্রলুব্ধ করে ওই অন্ধকার খাদের ভিতর ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার রোমাঞ্চে,
গহন গভীর অরণ্যের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে
বেরিয়ে আসতে চায় সর্বগ্রাসী ভয়ঙ্কর সৌন্দর্যে
বিভ্রান্ত সমূহ সত্তা ;
ডাকবাংলোর জানলায় থাবা উঁচিয়ে দাঁড়ায় উল্লম্ফ অন্ধকার।

ভুল ঠিকানায় ভুল মানুষ

কোন রাস্তাই চেনা রাস্তা নয়।   ঘুপসি অন্ধকার
বস্তির লেন থেকে বাই লেনে ক্রমাগত ঘুরে ঘুরে
একটা পড়োবাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ
চিৎকার করে হেঁকে উঠি—এটা কি আমার ঘর?

ধসে পড়া দেওয়ালের ফাটল থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসে
একঝাঁক চামচিকে;
ভিতর উঠোনে একটানা কুনো বিড়ালের
গোঁয়ানো মরা কান্না;
আমি ক্রমাগত দরজায় ধাক্কা দিয়ে বলতে থাকি—
এটা কি আমার ঘর···
এটা কি আমার ঘর?
ভিতর থেকে কোন সাড়া শব্দ আসে না,
শুধু পুরনো জংধরা দরজাটা
ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে থেমে যায়,
আর হু-হু হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় গম্ভীর আতঙ্ক
প্রেতপুরীর মতো ঠাণ্ডা আর নির্জন আর শান্ত
সমস্ত মহল।

অকস্মাৎ ঘাড়ের উপর উষ্ণ একটা হিংস্র হাত—
উল্লুক, এই রাতবিরেতে পড়শী জাগিয়ে
ইয়ার্কির সময় পাও না!

আমি হতভম্ব, বিরক্ত হয়ে চোখ পাকিয়ে দাঁড়াই,
এবং আর্তনাদের স্বরে হেঁকে উঠি—কিন্তু আমার ঘর?

সহসা ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে শাসায় সে
কোন্ কালে বাসিন্দা ছিলে না এখানে; এ বাড়ীতে
কিসের দখল?

দপ্‌ করে জ্বলে উঠে নিভে যায় বুকের রক্ত।
একবুক অন্ধকারে পরাজিত ভঙ্গিতে আমি
ভুল মানুষের মতো ভুল ঠিকানায় দাঁড়িয়ে থাকি।

ব্রোঞ্জমূর্তির পাদদেশে

তেজী ঘোড়ার পিঠে আসীন সৈনিকের ব্রোঞ্জমূর্তি।
আমি সেই বিশাল পুরুষের পাদদেশে যখনই থমকে দাঁড়াই
আমার অস্তিত্বের প্রতি বিদ্রূপে বেঁকে যায় দিগন্তের
ধনুক-ভ্রূ, বাঁকা ওষ্ঠের বল্লম-হাসি।
আমি ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকি।
আমার সাহস হয় না, আমি স্পর্শ করি তাঁর
তীক্ষ্ণ দুঃসাহসী দৃষ্টি ; তাঁর ঋজু রেখাঙ্কিত
স্থির বলিষ্ঠ মুখাবয়ব। দ্বিধা, সঙ্কোচ
আমাকে আভূমি নুইয়ে দ্যায়। অমেরুদণ্ডী
প্রাণীর মতো বুকে হেঁটে
আমি হাত বাড়াই তাঁর পায়ের দিকে, লুকিয়ে
স্পর্শ করতে চাই তাঁর পা ;
আমার হাত শক্ত কঠিন হিম হাড় হয়ে যায়।
বুকের ভিতর নিঃশব্দ
ঘন্টা পেটায় ভারি পাথরের পেণ্ডুলাম।
চোখে উড়ে পড়ে ধুলো বালি, লালচে চোখ :
আমি অন্ধকার একটা হিমযুগের দিকে তাকিয়ে থাকি।
আর আমার সমুখে সেই বিশাল পুরুষ
ঘোড়া ছুটিয়ে আরও দূর দিগন্তে
চড়াই উৎরাই ভেঙে খাড়া পাহাড় ডিঙিয়ে যান।
চোরা-চোখে আমি তাকিয়ে দেখি—
নগরের নর্দমা, বস্তি, কর্দমাক্ত রাস্তা
আর আমার আশ্চর্য নিচু খর্ব মাথা।

আর কে আছে আমার

আর কে আছে আমার—
আগুন দেবে মুখে? চিলেকোঠার নির্জনে
আয় তুই
খেলা কর বুকের রক্তে :
গোধূলির আলো আর ছায়া দোলা
গভীর বনের।
আমি তোকে স্বপ্ন দেবো, ধ্যান দেবো
শব্দের শরীর দেবো তোকে ;
কবিতা আমার উঠে আয় বুকে।
আর কে আছে আমার—
আগুন দেবে মুখে? তোরই জন্যে
মৃত্যুর আহ্লাদে, আত্মজ আমার
চিতায় শুয়ে খুলে রাখবো ঠোঁট।

তৃষিত পাথর

যারা আসে, এসে স'রে যায় দেখে তৃষিত পাথর।
ফাটা-ফাটল বুকের পাঁজরে ছিলো
বৃক্ষ ধারণের বাসনা।
অমল শিকড় চলো আরো দূর গভীর
আত্মায় ; গোপন দুঃখ দিয়ে সাজাবো ডালপালা।
ঘন পল্লবের আড়ালে পোষ মানাবো নিবিড় পাপিয়া।
বাসনা ফোটে না ; চোখের কোণে চৌচির আকাশ।
এককুঁজো জলও আমাকে কেউ ভিক্ষা ছোঁয় না।

মাটির বুক ছুঁয়েছে যে

মাটির বুক ছুঁয়েছে যে, সে জানে, মাটি নয়
ক্ষয়িত শিলা—
এ মাটি মায়া, এ মাটি বন্ধন,—ভালবাসে
পুরুষের পৌরুষ, তার স্পর্শ, চুম্বন, ধর্ষণ।
শিল্পীর মহান স্পর্শে আঁকড়ে ধরে নারীত্বের গর্ব—
প্রণামীর মতো ছায় দেহ—দাও সন্তান
গর্ভবতী করো—আসঙ্গ লিপ্সায় জ্বলে ওঠে
উদ্ভিন্ন যৌবন।
আলে বসে হুঁকো টানে যে কৃষাণ, তার চোখে কাম—
নিপুণ শ্রমে চক্রাকারে ঘুরিয়ে ছায় লাঙলের ফাল।
অন্তঃসত্ত্বা নারীর ঐশ্বর্যে হেসে ওঠে মাটি,
সিক্ত চুম্বনে
ভ'রে ছায় কিষাণের গাল ; হেমন্তের সকাল
এসে ছাখে, গামছা কাঁধে দাঁড়িয়ে আছে জনক—
আর তার ঔরষজাত সন্তানের জননী হয়েছে
প্রসূত মাটি।

এইভাবে

এইভাবে দিন যায়। এইভাবে
হাঁটু গেড়ে বসে মানুষ। ভাবে—
কিভাবে কেটেছে গত বর্ষা ও শীত ঋতু
কি-ভাবে কাটবে আবার আগামীকাল।

হাঁটুর গর্তে থুতনি। চষা খেতের মতো
এবড়ো-খেবড়ো কপাল—
খড়ো চালের ফোকরে ছাখে

শূন্য ভাতের থালার মতো ভেসে যাচ্ছে
চতুর্দশীর চাঁদ।

যে সময় তাদের হাঁটিয়ে এনেছে
এতো দীর্ঘ পথ,
সেই সময়ের বাঁকে থমকে দাঁড়ায় হঠাৎ ;
তারপর আবার বাড়ায় পা—
পৃথিবীর বুকে রাখে পায়ের ছাপ।

এইভাবে দিন যায়। এইভাবে
হাঁটু গেড়ে বসে মানুষ। কালের
দেওয়ালে কপাল ঠুকে ঠুকে
ক্ষতের চিত্রে ভরে পাথুরে কপাল।

আর কি সেদিন আছে আমার

আর কি সেদিন আছে আমার? শব্দের
অলঙ্কারে সাজাবো প্রতিমা, পায়ে দেবো
প্রেমের চন্দন।

হসপিটালের অন্ধকার জানলায় রুগ্ন মুখ—
নির্বাসিতা আমার বালিকা বোন।
আজন্ম অন্ধ, বোবা ভাইটিকে গতবার
নিজের কাছে ফিরিয়ে নিয়েছেন ঈশ্বর।
সংসারে থেকেও সন্ন্যাসীর মতন বৃদ্ধ পিতা—
হলুদ চোখে তাকিয়ে থাকেন দূরের বারান্দায়।
চৌকাঠে পড়তো যাঁর ছায়া, পায়ের আলতা
নিকনো উঠোনে, সে কোন শৈশবে
মা আমার, আমাকে একলা রেখে
ছবি হয়ে গেছেন।

উদ্ধত দিনের ইস্পাত-চাবুক ;
ঘাড়ে মোট নিয়ে হেঁটে চলেছি একা···

আর কি সেদিন আছে আমার ?   বুকে তুলে
তোকে, কবিতা, জানাবো ভালবাসা ।

জানলা খুললে ঈশ্বরের মুখ

জানলা খুললে দেখতে পাবো কি ঈশ্বরের মুখ ?
হসপিটালের তিন নম্বর ওয়ার্ডে
শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর স্বপ্ন দেখি—
যন্ত্রণার অনুভূতি ভিন্ন আর কোন উপলব্ধি নেই ;
পৃথিবীতে এখন কোন্ ঋতু ?   মানুষেরা কি তেমন সুখী ;
তেমি দুঃখী ?—আমি কতকাল কবিতা লিখি নি ।

বুকের ফুসফুস পুড়ে পুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে আয়ু ;
ঈশ্বর আমার ঘরে আসে না ।

হসপিটালের দরজায় ছায়া ফেলে হেঁটে যায় মৃত্যুর মিছিল —
বড় মমতায় জড়িয়ে ধরে অন্তিম মুহূর্তের ভালবাসা
আজন্মের দেখা এই আকাশ, এই আলো, মাটি ।

বিবাহ

মৃত্যু কি কপালে পরেছে চন্দনের টিপ,
লাল পাড় বেনারসিতে জড়িয়েছে অঙ্গ ; ও কি
কাঠের পিঁড়িতে বসেছে ছাদনাতলায় ?   তবে এবার

কণ্ঠি বদল হোক ; খুলে দেবো অঙ্গুরীয় ।

সর্বাঙ্গে লতিয়ে উঠুক সোহাগি রমণী—
আমি ওষ্ঠ পেতে নেবো অমোঘ চুম্বন ;
বিবাহ বাসরে খোঁপায় গুঁজে দেবো
দু' চোখের মণি আর সিঁথিতে এঁকে দেবো
সিঁদুর-রং এক ঝলক টাট্‌কা বুকের রক্ত।

পুত্রশোক

বারবার উঁকি দিয়ে দাঁড়াই দরজা'য়। কেউ এলো ? কেউ আসে না
হলুদ পাতাগুলি পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিচ্ছে
ধূসর হাওয়া—
কয়েক চাপড়া মাটির ঢিবিতে ঢাকা, কাঁচা তোর কবর। নীল নির্জন ঘুমে তুই
ভুলে যাচ্ছিস সব—এতো তোর অভিমান ? চেয়ে ছাখ আমার চোখ,
চোখের কোণে কালি, শোকের ছায়া ; আর ওই তোর মা
এলোকেশী, গর্ভে ধরার গোপন ব্যথা ভুলতে পারে না।
আর তুই, কয়েক চাপড়া মাটির ঢিবির নিচে কেমন নিশ্চিন্ত ;
উদাসীন ঘুমে আমাদের শোক, আমাদের স্নেহ ভুলে একা—
সাজিয়েছিস শীতল কবর।

শামুক

অভিমান এতো তীব্র হ'ল ? মূক আত্মগোপনে
কেটে গেল অনেকগুলো বছর, আয়ু।

শক্ত খোসার আবরণে মুড়ে রেখেছো
জগৎ, জীবন এবং মৃত্যু।
বুকের মাংসে তবু বিঁধে থাকে গোপন দুঃখ।

তুমি ভুলতে পার না বিগত বর্ষা ঋতু—
বৃষ্টির সন্ধ্যা আর তার খেয়ালী হাওয়া ;
তুমি ভুলতে পারো না
নরম বৃষ্টির ভিতর গজিয়ে ওঠা ঘাস
আর ঘাসের
সবুজ হাসির শব্দ ; মিষ্টি গন্ধ মাটি ।

শক্ত খোসার ভিতর লুকনো
উৎসুক ছুটো শুঁড় বেরিয়ে আসতে চায় ;
এবং দীর্ঘ গ্রীবা
ছুঁতে চায় আলের উপর ছড়ানো রোদ্দুর ।

শক্ত খোসার ভিতর সুষুপ্ত ;
বুকের মাংস ক্রমাগত হলুদ হয়, ক্রমাগত
মুখের কষে গেঁজিয়ে ওঠে তেতো বিস্বাদ ফেনা ।
হু-হু শীত নামে মাঠে, হিম হাওয়া
শাঁসালো মাংস খেয়ে
জলার কিনারে ফেলে রেখে যায় শক্ত বাদামী খোসা ।

কঙ্কাল

ভালবাসার জন্য রেখে যাবো কঙ্কাল ।

হৃদয় হতে চেয়েছিলো আকাশ,
তাই উঠেছে ঝড়, ভেঙেছে বুকের বেড়া ।

বৃক্ষের মতন চেয়েছিলো মন
ছড়াতে শিকড় শাখা, তাই লেগেছে দাবদাহ ।

ভালবাসার জন্য রেখে যাবো কঙ্কাল ।

তুমি তার ওষ্ঠে বারুদ ঢেলো ;
আমি দেখবো না ।

পৃথিবীর বুকে পৃথিবীর মানুষেরা

পৃথিবীর মানুষেরা খুলে রাখো তোমাদের ঘরের দরজা
এবং জানালাগুলি খুলে রাখো ; পারস্পরিক কুশল বার্তা বিনিময় হোক
চোখ ও বুকের সবুজ ভাষায় ; আর শস্যময় হয়ে উঠুক তোমাদের হৃদয়
আর তোমাদের ক্ষেত খামার।

পৃথিবীর মানুষেরা, তোমাদের সন্তানেরা যেন পায়
বুকের স্পর্শ যেন পায়, দাঁতে কাটার কোনকিছুর অভাব না হয়।

দুঃখের দিনে, যদি আসে সেই দুঃখময় দিন
শিখে নিও নির্জনে নদী নক্ষত্র আর মাধবীলতার প্রেম ;
আর বুকে নিয়ে সন্তানের উষ্ণ চুম্বন
পৃথিবীর মানুষেরা, পরিশোধ দিও
পৃথিবীর কাছে জন্মলব্ধ তোমাদের পবিত্রতম ঋণ।

আর পৃথিবীও ভালবাসে তোমাকে

আর পৃথিবীও ভালবাসে তোমাকে, তুমি যেমন তাকে জানাও ভালবাসা।
আর সময় লিখে রাখে সবই—কে কাকে কতখানি গভীর মমতায় চেয়েছো ?
এই সেই শাশ্বত পথ, যেখানে পড়ে আছে পৃথিবীর ধূলো
এ-পথে যেতে হবে, তরুণ ঋজু বৃক্ষ শুনে নেবে পথিকের গান,
শান্ত জলাশয় মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখবে পথশ্রান্ত পথিকের মুখচ্ছবি ;
আর তুমি অনন্ত রোদ্দুরের ভিতর, ছায়ার ভিতর হেঁটে যাবে
যে ছায়া ও রোদ্দুর তুলে আনবে তোমাকে পৃথিবীর বুকের কাছে
আর নিবিড় আলিঙ্গনে বিন্দুতে মিলিত হবে উভয়ের বুকের গভীর স্পন্দন

নির্জন প্রেমিক

নদীর পার থেকে উঠে এসে সান্ধ্য অন্ধকারে
নক্ষত্রের চোখে চোখ রেখে দাঁড়ায় একটি মানুষ—

জ্যোৎস্নায় ম্যাডোনা

আমাদের প্রণাম ছুঁয়ে যায় এইভাবে মা ও শিশুর পা—
এইভাবে বিকশিত হয় বাগান ;
বাগানের ভিতর হেঁটে চলে আসে শিশু
বাগানের ভিতর হেঁটে চলে আসেন মা ;
কুড়চি ফুলের মতন ছড়িয়ে যাই আমরা—
বহুদূর থেকে উঠে আসে স্মৃতির স্বর,
জ্যোৎস্নার ভিতর ভেসে ওঠে র‍্যাফেলের ম্যাডোনা ;
আর আমাদের অনন্ত মুগ্ধ দু'চোখ
নীরব ধ্যানে কিংবা স্বপ্নে অনেক দূর অতীতে বেড়াতে যায়।

সময় পাথর, পাথর মানুষ

সময় পাথর হয়ে গড়িয়ে যায় সময়ের বুকে ;
আর মানুষের বুকের কাছে জন্ম লয়, জমে থাকে পাথর।
পাললিক শিলায় প্রোথিত মানুষ, পাথুরে হাত ও পা
ওষ্ঠপুটে অন্তিম স্তব্ধতা, দৃষ্টিতে নিরন্ধ্র অন্ধকার ;
স্থির নিশ্চল আদিম সত্তা এইখানে—সংসারের
উৎসবে অথবা নদী বৃক্ষ নক্ষত্রের নির্জনে
ভুলে গিয়ে জীবনের ভালবাসা, যন্ত্রণার আর্তনাদ
মুখের ভিতরে মুখ গুটিয়ে নেয় অনন্ত ক্লান্তিতে ;
আর অন্ধ বধির ত্রিকাল নীরব সাক্ষী হয়ে
দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার মৃত্যুর উদ্ধত শিয়রে।

নবান্ন

গবাক্ষ থেকে উড়ে গ্যাছে গোধূলির আলো,
লাঙল কাঁধে যে কৃষাণ মাঠে এসেছিলো

তারই রক্ত এখনো লেগে আছে লক্ষ্মীর পায়।
এইখানে এই মাঠের ভিতর বেজেছিলো নূপুরের শব্দ
নবান্নের উৎসবে ভূমিহীন কৃষকের রক্তে মাতাল
ভূ-স্বামীর কঠিন শাসনে ভেঙেছে নৃত্যের ছন্দ ;
কৃষাণ বধূর হাত থেকে খসে গ্যাছে সন্ধ্যালোকে
মাঠের মানুষকে ঘরে ফেরানোর মঙ্গলশঙ্খ।

নীল নভে পাখি ওড়ে

নীল নভে পাখি ওড়ে. পাখি তো দেখিনা .
দেখি মহাশূন্যের গভীরতা ;
জানালার পাশে ঐ আধো আলো-ছায়া মুখখানি
বুকের ভিতরে এলে, মুখ তো দেখিনা ;
মুখের আদলে দেখি মানস-প্রতিমা।

আগামী দিনের স্বপ্ন

ভালবাসার জন্ম-মৃত্যুর ফসল, কবিতা—
বিশুদ্ধ গোলাপের মতো বুকের কাছে
আগলে রাখি , আমি তার জানু দু'টি
জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠি নীল বেদনায় ;
সে আমার ওষ্ঠ রাঙা করে তোলে
চুম্বনে চুম্বনে ; আমি তার উষ্ণ বুকে
মুখ গুঁজে স্বপ্ন দেখি আগামী দিনের

বিষণ্ণ বন্দর

বিষণ্ণ বন্দরে নঙর করা আছে
আমাদের ভালবাসার নৌকাগুলি, অগভীর উপকূলের

বালুতটে আটকে আছে নৌকাগুলি
বুকের ব-দ্বীপের সুগন্ধি স্বপ্ন-শস্য।
আমরা অপেক্ষায় আছি : নতুন হাওয়া বইবে
আমরা অপেক্ষায় আছি : জোয়ার আসবে
হায় অনন্ত অপেক্ষায়
আমাদের কেবলই বয়ে যায় সময়।
আর আমাদের নৌকার কাঠগুলি
ক্রমাগত কুরে খায় সবুজ শ্যাওলা,
সামুদ্রিক শঙ্খ।

শিয়ালদা প্লাটফর্মে

সাতাশ বছরে তুই হলি ভিখিরী—
এর দুয়ারে, ওর দুয়ারে ভিক্ষা মাগিস ;
আর আমি
চেয়ে ছাখ, কেমন মানিয়েছে আমাকে
ভিখিরী মায়ের ছেলে ; নুলো হাত, নুলো পা
গুটিয়ে বসে আছি শিয়ালদা প্লাটফর্মে।

বার্ডস্ স্কেলিটন

মরুর বুকে গুটিয়ে রেখেছো পালক
তপ্ত বালুকায় পুঁতে দিয়েছো হলুদ চঞ্চু—
এ-কী অভিমান, এ-কী প্রতিবাদ ?

বিশাল রুক্ষ প্রান্তর জুড়ে জ্বলেছে বার্ডস্ স্কেলিটন

জীবাশ্মের এই নির্মম স্তূপে
উটপাখি, তোমার বয়স কত ?

রাত্রি আবার উদ্ভাসিত হয়

রাত্রি আবার উদ্ভাসিত হয় নিবিড় নক্ষত্রে ;
পিন-কুশনের মতো বর্তুল আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকি :
নৈঃশব্দ্যের যন্ত্রণা কথা বলে গভীর বিষাদে—
পৃথিবীর ঘুমের মধ্যে চলে আসে নির্জন প্রান্তর
মৌন বৃক্ষ দাঁড়িয়ে থাকে তরল আঁধারে,
জ্যোৎস্নার নদী থেকে করতলে তুলে নিই জল
উদাস বাতাস বৈরাগীর মতো ঘুঙুর বাজায়
দূর মাঠের আলে ঝুমকো লতার বনে—
'মন রে তুই কেমন বটে ভবের ইস্টিশানে ?'
স্মৃতি গগনে উড়ে যায় সিন্ধুর আর্দ্র-নীল মেঘ।

মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে একবছর

সারাদিন শয্যা পাশে, সারারাত শিয়রে জেগে
নিঃশব্দ কাটে
ঘন্টা মিনিট প্রহর।
প্রবল জ্বরে বেহুঁশ, প্রলাপ বকে ; ক্ষণিকের চৈতন্য
ফিরে এলে শোনাই আপ্তবাক্য, বিপন্ন বিশ্বাসে
ঘরের বাতাসে ওড়ে মৃত ম্লান শব্দ।
আমার প্রার্থনা,
আরোগ্য কামনার চাতক পিপাসা
ডুবে যায় তরল আঁধারে।
পাথর হয়ে চেপে বসে ঘন্টা মিনিট প্রহর ;
মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে একবছর
জীবন মৃত্যুর যুদ্ধে
একবিন্দু চোখের অশ্রু মিশায় সিন্ধুতে ;
শূন্য বিছানা থেকে বয়ে যায় বুকে
হু-হু স্মৃতির ঝড়।

কমলালেবুর বীজ

গত বসন্তে আমি পুঁতেছিলুম কমলালেবুর একটি বীজ—
আমার বাগান আলো করে এখন হাসছে সেই গাছ ;
আমি সেই গাছের শাখায় শাখায় শুনতে পাচ্ছি পত্রবহুল হাসির শব্দ ;
এবং আমার দৃষ্টি আরও দূর গভীরে প্রোথিত : সংকেতবহ
ডালে ডালে দেখতে পাচ্ছি সুন্দর সুপক্ক ঝুলন্ত ফলের স্তবক ;
এবং মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে সরবতের গ্লাস উপচে পড়ছে
এক-ঝলক হাসির মতো গাঢ় ফেনিল অমত্ত তরল।

দরজার কাছাকাছি এসে

দরজার কাছাকাছি এসে ফিরে যায় মানুষের মঙ্গলময়
শুভ, ক্ষুব্ধ অহংকারে খোঁড়ে মানুষ আত্মার ভিতরে কবর ;
যোজন বিস্তারী গভীর শূন্যতায় ভেসে যায় হতাশার স্বর—
নবীন বৃক্ষশাখায় বসে না পাখি ; অন্তঃক্ষরা রুধিরে
সিক্ত বাসনা-বন্দী গরাদে ছেঁড়ে ধূসর পালক ;
অবক্ষয়ী হাওয়ায় উড়ে যায় প্রিয় নীলাঞ্জন, রুক্ষ
চৌচির মাঠের কিনারে লেলিহান আগুনের উৎসব
উদ্গীরণ করে বোধহীন শূন্যতার মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলী ;
আর আচ্ছন্ন করে রাখে মানুষের চোখ ও মুখ নৈঃশব্দ্যের
নিবিড় যন্ত্রণা , প্রতিরোধহীন এই গম্ভীর গোঁয়ানি
বিষ-বাষ্পের মতো ছড়িয়ে পড়ে অন্দর ও বাহির,
ওষ্ঠে জ্বলে অমৃতপাত্র নিঃশেষ তীব্র হলাহল,
ভেঙে পড়ে মানুষের অমর উন্মোচনের প্রতিশ্রুতি।
দরজার কাছাকাছি এসে, ফিরে যায় ব্যর্থ প্রয়াসে
মানুষের মঙ্গলময় অমের শুভাশীষ।

প্রস্তরীভূত মানুষ

অতঃপর ক্রমাগত প্রস্তরীভূত হয়ে যায় মানুষ—
মানুষের সংসারে ; কোলাহলে বধির চলমান দৃশ্যের অন্ধ দর্শক ;
দাঁড়িয়ে থাকে এই সময়ের বাঁকে, যে সময় তাকে
হাঁটিয়ে এনেছে এতো দীর্ঘ পথ ; তৃষিত প্রান্তর থেকে
দৌড়ে এসেছে যে, স্থান ও কালের বৃত্তে
থম্‌কে দাঁড়িয়েছে হঠাৎ দিশাহীন বিপন্ন বিভ্রান্ত।
আর হলুদ পাতার মতো কেঁপে উঠেছে পৃথিবী অন্তিম মুহূর্তের অবসাদে
ক্ষীণ বৃন্ত-লগ্ন ; যেন ঝ'রে যাবে মানুষের স্বপ্নসহ
মানুষের চোখের আড়ালে : আর পাথরের দুটি ঠোঁট
আর পাথরের দুটি চোখ জেগে থাকবে অনন্তের অতল গভীরে নিঃস্পন্দ।
কোলাহলে ডুবে যাবে মানুষের চিন্তা ও ধ্যান
চলমান দৃশ্যে ভেসে উঠবে আর্তের অসহায় মুখ ;
আর মানুষ পাথুরে হৃৎপিণ্ডে খোদিত বিষাদ
বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে হলুদ পাতার স্তূপে
এই সময়ের বাঁকে পাথুরে সত্তায় নীরব নিশ্চল।

স্মৃতিশূন্য কুয়াশা

এখন ভাবো একবার, এইসব অগণন নক্ষত্র ও রাত্রির কথা ভাবো। বিশাল আকাশ জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে তোমার সিঁথির সিঁদুর দাউ-দাউ। ময়দানে তিনটে ঘোড়ার নাচ দেখে একদিন হেসে উঠেছিলে খুব। একদিন ড্রেসিং-টেবিলে মুখ গুঁজে তোমাকে ভীষণ কাঁদতে দেখলুম। ক্ষণমুহূর্তের এইসব ছবি, স্মৃতি ও স্বপ্ন, চিরকালের ভাস্কর্য, যা ডুবে যাচ্ছে ঘুমের ভিতর। ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে গাঢ়তর ঘুম।

শক্ত খোসার আবরণে লুকিয়ে থেকেছি গত শীত ঋতু। দীর্ঘ ঘুমের ক্লান্তিতে আড়ষ্ট আলজিভ, মুখের ভিতরে গুটিয়ে নিয়েছি মুখ। শামুকের মতোমন্থর জীবন এই। শ্লথ গতি। বুকে হেঁটে পিছল রাস্তায় নেমে গেছি ঘাসের জঙ্গলে। চাপ চাপ অন্ধকারে মুখ থুবড়ে পড়ে থেকেছি, নিজেরই

লালায়, নোনা স্বেদে ঢেকে গ্যাছে চোখ মুখ, মুখ ও চোখের ভিতরে পুঁতে গ্যাছে উত্তুরে হাওয়ার হিম।

এখন ভাবো একবার, এইসব অগণন নক্ষত্র ও রাত্রির কথা ; ভাবো আর ভাবো ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে যাচ্ছে ঘুম, গতশীতঋতু ছুঁয়ে দেখা হয়নি কিছুই—তোমার দুঃখ সুখ, বিগত জন্মে ফিরে যেতে পারতুম যে-সব সুখ-দুঃখ ছুঁয়ে···যে-সব সুখ দুঃখ ছুঁয়ে ঘুম ভাঙতে', জেগে উঠে দেখতুম পৃথিবীর বুকে পড়েছে নতুন রোদ্দুর, কিংবা শ্যামল সবুজ বৃষ্টি নেমেছে।

এখন ভাবো একবার, ভাবো, ভিতরে বাইরে স্মৃতিশূন্য কী ভীষণ কুয়াশা উড়ছে।

উৎসবের আলোর চিৎকার

অতঃপর আমাদের আর কিছুই থাকে না—অভ্যাসের ক্রীতদাস। দু হাতের কনুই ডুবিয়ে কবরেব মাটি খুঁড়ি। কাঁচা কবরের পাশে উবু হয়ে বসে থাকি অষ্টপ্রহর। সন্তর্পণে আগলাই কফিন—আহা, ঐ কফিনে উপোড হয়ে.শুয়ে আছে আমাদের মৃত ভালবাসা।

অন্ধকারকে বেড দিয়ে গাঢ়তর হয়ে ওঠে অন্ধকার। দু'চোখ ঠারেও দেখতে পাই না, সেই উদ্‌ভ্রান্ত যুবককে, যে ছুটে আসছে বাতাসের বুক চিরে। বুকের বোতাম আলগা, সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে আসছে সে সাতমাইল রাস্তা, দ্বিচক্রযানে উড়ে যাচ্ছে যেন, উড়ে যাচ্ছে ধূলো ও খড়কুটো।

আর দরজার ফ্রেমে লগ্ন প্রতিমা তুমি, হাত বাড়িয়ে ধরেছো ঠাণ্ডা জলের গ্লাস। বিস্ময়ে ঠেকে গ্যাছে দীর্ঘ ভ্রূ। ওষ্ঠে অদ্ভুত অনুরাগ রঞ্জিত হাসি। বুকের খাঁজে খেলছে উচ্ছ্বাসের জোয়ার ভাঁটা। মোহিনী মায়ার বিখ্যাত মুদ্রায় তুমি সমূহ সমর্পিতা হয়ে আছো।

আমাদের এইসব সাবেককালের ছবি বহু ব্যবহারে জীর্ণ, জীর্ণ আমরাও। আমাদের ছিলো যা, কিছুই থাকে না—স্মৃতি স্বপ্ন ভালবাসা। নখে ছিঁড়ে গোলাপের হৃৎপিণ্ড, তাজা রক্তে আঁকি আলপনা। উৎসবের করি আয়োজন। উৎসবের আলোর চিৎকারে ছুটে আসে শুধু আমাদের উভয়ের বিপন্ন বিভ্রান্ত মুখ।

ভাবি, পার্থিব জীবনে আমার…

ভাবি পার্থিব জীবনে আমার বড-বেশী মেতে থাকা হ'ল। সারাক্ষণ চোখে চোখে রাখছে দেওয়াল-ঘড়ি। ক্যালেণ্ডারের পাতা থেকে উড়ে আসছে লাল তারিখ। খাট টেবিল চেয়ার আলমারিসমেত বাক্সবন্দী বই, চিঠিপত্র, চশমার কাচ আর জুতোর আলপিন কুরে কুরে খাচ্ছে আমাকে। আর আমি সমূহ আসবাবপত্রের নখ ও দাঁতে নির্মমভাবে ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছি।

আয়নায় ভেঙে দু'টুকরো হয়ে যাচ্ছে আমার ছবি। কোনটা আমি?—চেনা যায় না মুখ ও মুখোশ। নিজেরই জানু জড়িয়ে ধরে ডুকরে উঠি, হাঁটুর গর্তে থুতনি। চেয়ারের হাতল শক্ত করে ধরে কাত হয়ে শুয়ে থাকি। ছাদের কার্নিশ থেকে গুটি মেরে নেমে আসে অন্ধকার। রোমশ বিড়ালের মতো থাবা শানিয়ে ছুটে বেড়ায় বারান্দার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত।

জীবনের জন্য ছিলো অন্য অনেক উপকরণ, উপচার ছিলো। পাহাড় সমুদ্র বনস্থলী। বুক উদম করে কখনো যাইনি তাদের কাছে, বলিনি, এই আমি হাঁটু গেড়ে বসলুম, আশীর্বাদ দাও। অনন্তে মিলাও:

জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে খুঁজে জীবনকেই সর্বশেষ ঠেকেছি নিলাম। পাহাড় প্রমাণ আসবাবপত্রে আমি, অসহায় বন্দী। আর এখন, এই অপরাহ্ণে সিঁড়ির শেষ ধাপে পা রেখে ভাবি—বস্তুর সর্বগ্রাসী পেশল চোয়ালে ছিঁড়ে ছিঁড়ে তুলে দিয়েছি সত্তার শেষ টুকরো মাংস—দু'চোখের মণি, বুকের কলিজা আর মুখগহ্বরের আড়ষ্ট আলজিব।

খোকার প্রতি

ওই তো রেললাইন পার হয়ে চলে যাচ্ছে আমাদের শিশু—
ওকে ডাকো, ডেকে বলো: ও খোকা যাসনে ওদিকে
ওখানে আছে হিংস্র পাথর; বরং এইখানে আয়, এই দুঃখের বাগানে;
আমরা যেখানে মাথা গুঁজে আছি খড়ো চালের নিচে
মাটির দাওয়ায় ধূসর চিমনির লণ্ঠন জেলে একটুকরো রুটি

আর কুয়োর জলে জেনে যাই জীবনের পরম ভালবাসা।
ওই রেললাইন টপ্‌কে কোথায় যাবি? ওখানে ইস্পাতের ঠোঁট,
ঠুকরে খাবে তোর শরীর, তোর মন পিষে ফেলবে পিষ্টনের
ভীষণ গর্জন, নজরবন্দী করে রাখবে তোকে সিমেন্ট কংক্রীট।
বরং এইখানে, এই নারিকেল সুপারির সারি আর
দিগন্তের কিনার অবধি বিস্তৃত মাঠ, মাঠের ওপারে আকাশ
অনন্ত স্বাধীনতা দেবে তোকে, চোখের শুশ্রূষা দেবে;
বিশুদ্ধ বাতাসে পাবি মুক্ত নিঃশ্বাস, বাতাসের বুক চিরে
মেখে নিবি উদম শরীরে অফুরান বৃষ্টি ও রোদ্দুর:
ও খোকা যাসনে ওখানে, শক্ত চোয়াল ওই হিংস্র শহর
ওৎ পেতে আছে কচি কাঁচা তোর হাড় মাংসের ভোজে:
বরং এইখানে আয়, মাটি কোপাই সবজির বাগানে
আর ছড়িয়ে দিই দুঃখের বাগানে মহার্ঘ্য ভালবাসার বীজ।

কবি ও কাঠকুড়ানী

শালবীথির মধ্যে একা, শিস্ দিতে দিতে চলছেন কবি;
পায়ের নিচে শুকনো পাতা ভাঙার শব্দ, বাতাসে বুনোগন্ধ
আকাশ গোধূলি মদির,—যেতে যেতে
যেতে যেতে
জংলা পথে হঠাৎ দেখা পাহাড়ী মেয়ে, সুঠাম শরীর—
সবিস্ময়ে থম্‌কে দাঁড়ালেন কবি; আরণ্যক স্তব্ধতায়
নির্জন চারদিক,
ব্যস্ত-ভঙ্গি মেয়েটিকে শুধোলেন মুগ্ধ কবি:
কি-গো মেয়ে, দেখছনা কেন, কেমন সুন্দর
আগুন-রঙা
আকাশে জ্বলছে মোরগের লাল ঝুঁটি?
তৎক্ষণাৎ দু'চোখ তুলে নিভে গেল নিমেষে পাহাড়ী মেয়েটির মুখ—
মাথায় মস্ত বোঝা—ডালপালা ভাঙা জ্বালানী কাঠের স্তূপ:

ঈষৎ ঘুরিয়ে গ্রীবা
দূরাগত হাওয়ায় ছুঁড়ে দিলো দীর্ঘশ্বাস :
বোঝাটা নামিয়ে রাখো যদি
তবে একবার আকাশটাকে দেখি !

পলাতক সময়

ক্ষিপ্র-গতি মারীচের মতো চকিতে ছুটে যায়
পলাতক সময়—
আর আমি গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি
ক্লান্ত ব্যাধ ;
ক্রমাগত নিঃশেষ হয়ে আসে স্কন্ধের তূণ
লক্ষ্যভ্রষ্ট নিক্ষেপে বিফল হয় প্রতিটি তীর ;
আর আমি হতাশায় ক্ষোভে ক্লান্ত
বিবিক্ত পরাজয়ে অন্ধকারময় অরণ্যে ছুঁড়ে দিই
আমার ছিলাটান ধনুক :
আমার শ্রম, শিক্ষা
আমার অধ্যবসায় তপস্যা
কন্টকাকীর্ণ লতাগুল্মে খসে পড়ে শতচ্ছিন্ন বস্ত্র ;
বিরামহীন শ্রমে
সময়ের পিছু ঘুরে ঘুরে সময়ই ঘোরায় ;
হে শর্বরী, আমি আর শিকার চাইনা,
এই অরণ্যে আনো একফালি জ্যোৎস্না
আমি একা পথ চিনে ঘরে ফিরে যাবো।

শীতার্ত পৃথিবীর জন্য উষ্ণ সোয়েটার

জানু পেতে বসো, এই নাও উল কাঁটা ;
ভীষণ শীতকাতুরে অসুস্থ পৃথিবীকে আমার
বানিয়ে দেবে একটা উষ্ণ সোয়েটার ?

ভেড়ার শরীর থেকে ছেঁটে নেবো নরম পশম
শীলমাছের চর্বি গলিয়ে বানাবো মোমবাতি
আর এস্কিমোদের মতন বরফে ছুটিয়ে স্লেজগাড়ি
সঙ্গে নিয়ে আমি
ঘুরিয়ে আনবো উত্তর দক্ষিণ—
দুই মেরুদেশে, যতদূর যেতে চাও।
যদি মঞ্জুর করো আমার এই একটি প্রার্থনা—
প্রিয়তমা আমার, আমার পৃথিবীকে বানিয়ে দাও
একটা উষ্ণ সোয়েটার।
শীতার্ত পৃথিবীকে পরিয়ে দেখে যাবো
যন্ত্রণার উপশম ;
ভেড়ার শরীর থেকে ছেঁটে আনা নরম পশম
আর একজোড়া কুরুশ কাঁটা
এই নাও, তোমাকে দিলাম।

অরণ্য শিকড়

আর দ্যাখো তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গল
প্রতিটি মুখ প্রাত্যহিক পরিবর্তনে হয়ে যাচ্ছে দুর্ভেদ্য অন্ধকার :
জলপাত্র তুলে নিতে গিয়ে ভুলক্রমে তুলে নিচ্ছে
এক একটা বোবা পাথরের চাঙড় ; মসৃণ
রাস্তা ভেবে যেদিকেই যেতে চায়, লতার সাঁকো
ছিঁড়ে বেরিয়ে আসে উন্মুক্ত খাদ, গভীর বিবর :
জীবনের সহজ সমাধান সে চেয়েছিলো : সে
ভেবেছিলো সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের নিয়মে মেলাবেই উত্তর :
অথচ এই সে দেশ, দেশের মাটি, মানুষজন
ঘনিষ্ঠ লোকালয়, বসত, রাস্তা-ঘাট, নগর বন্দর
অজস্র ক্ষেত ও খামার—কার জন্য এ-সব :
যদি বুকের নিচে নামে অরণ্য-শিকড় !

শব্দের আধার, কবিতা

তুমি যে অলৌকিক গাছের ছায়ায় দাঁড়াও, বিশ্রাম নাও
প্রান্তরের পথে অপার্থিব ঘাসের সবুজে হেঁটে যাও মাইল মাইল :
আমার এ শরীরিসত্তা পৌঁছয় না সেখানে.
আমি আবেক খেলায়, অন্য এক খেলাঘরে মেতে আছি।
আমি শব্দের পাশাপাশি সাজিয়ে শব্দ তোমাকে গড়ছি।
আমার সারা দিনমান এই রকম খেলা, একা একা খেলা।
এলে সহজে আসো, না এলে আসো না :
অথচ আমার পরিত্রাণ নেই, আমি দু'হাতে হাতড়াই বর্ণমালা।
দুই টিলার মধ্যবর্তী অর্জুনগাছের মতো ঝরিয়ে দিই তুচ্ছ সুখ দুঃখ :
ভিনদেশী পাখিরা যেমন আলোকিত করে অর্জুনের চূড়া
আমি শব্দ চয়নে তোমাকে চাই, শব্দের আধার, কবিতা।

চোখের ভিতর পৃথিবীর প্রাচীন দুঃখ

পৃথিবীর প্রাচীন দুঃখ পুঁতে আছে আমাদেব চোখের ভিতর :
আমরা চোখে চোখ রাখি —
নক্ষত্রহীন বন্য-অন্ধকারে, আমাদের দৃষ্টি বিনিময় হয় ;
নেমে আসে অমল অশ্রু, চিবুক চুঁইয়ে বয়ে যায় সুবর্ণরেখা।
এই সেই ভয়ঙ্কর সুন্দর দুঃখময় মুহূর্ত
আর এই সেই অপার মহৎ বিষাদ
ঝিঝিরির ভূষণে আমরা ফিরে আসি পরস্পরের কাছে রুদ্ধবাক।
পাখিদের তীক্ষ্ণ ধারাল চিৎকার
ভেসে যায় দক্ষিণের বাতাসে· ওড়ে ছিন্নমূল লতা আর নিভন্ত জোনাকি।
আর আমরা দৃষ্টিহীন বধির—
দাঁড়িয়ে থাকি, দাঁড়িয়ে থাকি দীর্ঘকাল পরিচয়হীন।
আমাদের চোখে পৃথিবীর প্রাচীন দুঃখ—
দুঃখের জন্যই পড়ে থাকে পৃথিবীর বুকে আমাদের অনাদি অনন্ত ভবিষ্যৎ।

দুঃখের ভিতরে অনন্ত গোধূলি

আর কিছু নয়, ভালবেসে বুকের ভিতরে নিয়েছি দুঃখ ;
দুঃখ তো স্মৃতি স্বপ্নে—
মোমবাতির মতো জ্বলে হৃদয়।
যাযাবর জীবনে
যেখানেই ছুটে যাই—যতদূরে কিংবা নিকটে
দুঃখই থাকে
দুঃখের অতীতে দুঃখ ;
স্মরণে কিংবা বিস্মরণে বিষণ্ণ জোনাকি।
ভালবাসার নামে যা-কিছু সঞ্চয়
যতো ত্যাগ—
বিরহ মিলন
দর্পণে পড়ে থাকে করুণ পৃথিবীর মলিন মুখচ্ছবি।
ভালবেসে আর কিছু নয়,
বুকের ভিতরে দুঃখ
দুঃখের ভিতরে অনন্ত গোধূলি।

সমাধিভূমিতে

সমাধিভূমিতে ভেঙে পড়ে আধফালি চাঁদ ;
স্মৃতিফলকে লেখা নেই কোন নাম, কোন পদবী—
নির্জন প্রান্তরে তবু থমকে দাঁড়াই, বুকের ভিতর
কোলাহল করে ওঠে প্রাচীন রক্ত—
হাওয়ায় ভাসে ঘনিষ্ঠ কণ্ঠ : তুমি চেনো ওকে, চেনো।
স্থির বিশ্বাসেযেন গাঢ় হতে চায় রাত্রি।
সমাধিবেদীতে তুলে দিই কয়েকটি ফুল।

অকস্মাৎ জ্যোৎস্নার ভিতর খুলে যায় চিঠি।

বিহ্বল বালক

আমি দেখেছি সেই বালকের বিহ্বল উড়ে যাওয়া,
কাঁচা সবুজ বাতাস ও কাশ-মেঘ সাঁতরে এসেছে সে
মুখে তার চিকচিক করছে নদীচরের বালি ও রোদ্দুর।
চোখে তার অনেক স্বপ্ন, স্মৃতি আর ভালবাসা
উড়ে এসেছে সে, উদ্বেল পৃথিবীর বুকের উপর
সিন্ধু উপত্যকা থেকে বয়ে এনেছে নবীন বিশ্বাস ;
মুঠো করে ধরেছে আদিগন্ত শস্যের শিষ।
সমুন্নত গাছেদের ছায়ায়, গাছের কোমরসমান
জড়িয়ে উঠেছে যেখানে আমাদেব ঘরবাড়ী, ঘনিষ্ঠ বসতি
পিতলের ঘুনসি বাজিয়ে খেলেছে সে, অনাবিল খেলা ;

আমি দেখেছি সেই বালকের বিহ্বল উড়ে যাওয়া।

দ-দ-দ

একেকবার ইচ্ছে করে বৈদিক ঋষির মতন কোন বৃক্ষের নিচে গিয়ে বসি
আরেকবার প্রাণ ভ'রে উচ্চারণ করি সেই প্রাচীন মন্ত্র : দ-দ-দ।
যাজ্ঞবল্ক্য, তুমি আমাদের সেই মন্ত্র শেখাও, মন্ত্র শেখাও
এই অগ্নিবৃষ্টি, এই তুষারবৃষ্টি পার হয়ে প্রার্থনামন্দিরে হাজির হবো।
নচিকেতার মতন সমস্ত প্রশ্নের সমাধান, জীবন যজ্ঞে
দয়া দান দমনের পাঠ নেবো। তুমি আমাদের মন্ত্র শেখাও
মন্ত্র শেখাও : দ-দ-দ।

চার পাশে দ্রুত ধাবমান সময় ও পৃথিবী

আমার চার পাশে দ্রুত ধাবমান সময় ও পৃথিবী
আর আমি, সাড়ে-তিনহাত জমির উপর স্থির, দাঁড়িয়ে আছি ;

আমাকে ঘিরে আছে দশ ঘনফুট অন্ধকার।
অথচ জীবনের শর্ত ছিলো অন্যরকম,
জ্বলন্ত সূর্যের হাত ধরে আমি শবরমতী আশ্রমে হেঁটে যাবো।

আমার যাওয়া হয়না। সাড়ে-তিন হাত জমির উপর আমি
আমার চার পাশে দ্রুত ধাবমান সময় ও পৃথিবী।

আমার অভিজ্ঞতা ও বয়সের কাছে আমার
ক্ষমা চাইতে ভুল হয়ে যায় :
বিশ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতে ঝাপসা হয়ে আসে দৃষ্টি।

আমার চার পাশে দ্রুত ধাবমান সময় ও পৃথিবী।

মাকে

পলাতকা, আমি দেখিনি তোমার চিন্ময়মূর্তি ;
ছিলোনা স্মৃতি, দু'চোখে ছিলো শুধু মূক অভিমান ;
দিগন্তের শূন্য বলয়ে উদ্‌ভ্রান্ত অনাথ আমি
দু'চোখ তুলে ভাস্বর প্রতিমার পাশে এসে দাঁড়াই—
র‍্যাফেলের ম্যাডোনা আমার চোখে এনে ছায়
অমল অশ্রু, আর আমি তখন ঘাতক পৃথিবীর বধ্যভূমিতে একা
দু'মুঠি শক্ত করে বলতে পারি—মা, এই আমার
উজ্জীবনের বেথেলহেম।

গোধূলির রক্ত-স্নাত ক্যানারি ছিল

মানুষের মৃত্যুও কী ভীষণ অহঙ্কারী হতে পারে, হয় ;
ওফেলিয়া জানা নেই তোমাদের, জানা নেই তোমাদের পায়ের কাছে

হাঁটু গেড়ে বসে থাকা এইসব ভিক্ষুক
কতো তুচ্ছতায় ভেঙে ফ্যালে বাঁশি, ছুঁড়ে ফেলে ছায় নীল অরণ্যে,
নির্মম প্রত্যাখ্যানের প্রতিশোধ নিতে জানে তারা, নেয়,
নদীর পারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসে থাকে, নক্ষত্রের সঙ্গে চোখাচোখি হয়,
সেরে যায় তাদের বিপন্ন বুকের অসুখ।
নতুন ভাষায় কথা বলে তারা, গাঙের পাঁখি আর পাকুড়শাখার
সবুজ স্বর তাদের চেনা হয়ে যায়।
ওফেলিয়া, এ-ভাবেই তাদের মৃত্যু আরও কতো উজ্জ্বল অহঙ্কারী হয়।
মানবিক প্রেমে নয়, প্রকৃতির কাছে হাঁটু গেড়ে ব'সে
ভুলে যায় বিগত প্রহরের যন্ত্রণা :
অতঃপর উন্মুক্ত হাওয়ায় তারা উড়িয়ে ছায় আকাশ-বন্দনা ;
ওফেলিয়া, সমতলবাসীর উদ্দেশ্যে উড়ে আসে সেই প্রার্থনা-সঙ্গীত ;
তোমরা যখন কয়েক বিঘত দূরে দাঁড়িয়ে ছাখো
গোধূলীর রক্ত-স্নাত নির্জন ক্যানারি হিল।

আমরা অনেক কিছুই ভুলি

আমরা অনেক কিছুই ভুলি, আমাদের শৈশব-স্মৃতি, ক্ষণজন্মা
প্রণয়ের মহৎ মুহূর্ত, পথে পথে খঞ্জনি বাজিয়ে বেড়ানো ভিখারীর পবিত্র মুখ
আমরা অনেক কিছু ভুলি। ভুলিনা একদা পড়ন্ত বিকেলের আলো
উড়ে এসে লগ্ন হবে আমাদের মুখের উপর ; ধীর পদক্ষেপে হেঁটে এসে মৃত্যু
পরখ করে দেখবে, কার মুখ কতখানি সুন্দর? মুখের মানচিত্রে
আমরা ধরে রাখতে পেরেছি এই পৃথিবীর কতটুকু অহঙ্কার?
আমরা ভুলিনা, যে ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে থেকেছি নিষ্পলক
সেই ভবিষ্যতই খুব কাছ থেকে একদিন উদাসীন দেখবে মুখ ;
কোন দণ্ডাদেশ নয়
নির্বিকার ছুঁয়ে যাবে বলিকীর্ণ ললাট, ভিজে চোখ আর চিবুক—
বড় বার্ধক্যে আসে এইসব অভিজ্ঞতা। আমাদের বৃদ্ধেরা

পদাবলী কীর্তনের আসরে উবু হয়ে বসে থাকে,
চোখ মোছে বৃদ্ধারা ;
আর আমরা তখন উদ্দাম হাওয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি,
কোকিলের কণ্ঠ নকল করি ;
অতঃপর একদিন ক্লান্ত হয়ে উঠে এসে অধিকার করে বসি
সেই সব বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাদেরই শূন্য আসন ।

সুন্দরী, তোমাদেরও অসুখ হয়

সুন্দরী, তোমাদেরও তাহলে অসুখ হয় ? পুড়ে যায় চোখের পাতা, ঠোঁট ;
ছলনা ভুলে এই একবার সত্যিই ফুটিয়ে তোল যন্ত্রণার অভিব্যক্তি ?
সমূহ জীবনে ব্যস্ত রাখো নিজেকে নিপুণ অভিনয়ে ; ছদ্মবেশ
কখনো খোলনা ; প্রেমে কিংবা অপ্রেমে
আদিম রহস্যময়তার ঘোমটা টেনে আড়াল করে রাখো মুখ ;
পুরুষ-প্রকৃতি বারবার বিভ্রান্ত হয়, অনুভবে কখনো মেলে না
তোমার সম্যক পরিচয় ; আয়ত চোখের দৃষ্টি, ওষ্ঠের বঙ্কিম হাসি
সবই টেনে নিয়ে যায় সেই দুর্বোধ্য জটিল অন্ধকারের আবর্তে ;
হতাশায় ভেঙে পড়া পুরুষের বুকে বাজে অন্ধ ভিখারীর খঞ্জনি ।
সুন্দরী, তোমাদেরও তাহলে অসুখ হয় ? পুড়ে যায় চোখের পাতা, ঠোঁট ;
ছলনা ভুলে এই একবার সত্যিই ফুটিয়ে তোল
চোখের কোণে কালো ছায়া, চিবুকে মরা তিল, যন্ত্রণা আর কষ্টের
সংশয়হীন এই আশ্চর্য অনাবিল বিষাদ !

ক্রীতদাস

লুণ্ঠক ঝড়ের মতন ঢুকে পড়ি তোমার বাগানে—
শরীরে শরীর জানে, ভালবাসা কার কাছে ক্রীতদাস ;

মিথুন মূর্তির পায়ের কাছে বিনম্র বসে থাকে।
এ-সময় আকাশে দিক বদল করে, নতুন নক্ষত্র
এ-সময় পরিবর্তিত গতি-পথে বয়ে যায় নদী
দ্রাঘিমার বুকে নিচু হয়ে মুখ ঘষে কৃষ্ণকায় মেঘ।

লুণ্ঠক ঝড়ের দাপটে ভাঙে আশ্চর্য গোপন আড়াল—
পাপড়ির বসন খসিয়ে হেসে ওঠে নীল পারিজাত ;
শরীরে শরীর জানে, ভালবাসা কার কাছে ক্রীতদাস

আমার পতন, আমার পাপ

তুমিই আমাকে দিলে সেই অভিশপ্ত বিষ-ফল
আমাকে ভক্ষণ করালে সেই সর্বদাহ্য কামাগ্নি ;
অমোঘ ভ্রান্তি দিয়ে ভোলাতে চাইলে তুমি,
নারী ও পুরুষের সেই প্রধান প্রাথমিক শর্ত।

অলক্ষে ভ্রুকুটি হেনে হাসলেন ঈশ্বর ;
তাঁর আয়ত চক্ষু থেকে ঝ'রে পড়লো বিশাল অশ্রু।

আর আমরা প্রবেশ করলাম গহন অরণ্যে
আদিম ক্ষুধায় উদ্‌ভ্রান্ত ; বিষ-বৃক্ষের মূল
নিকড়ে পান করলাম বিষাক্ত মূলজ পানীয় ;

বুকে হেঁটে নেমে এলাম গোপন গুহায়,
দুর্ভেদ্য অন্ধকারে বপন করে গেলাম বংশবীজ ;
আর সেই আমার পতন, আমার প্রথম পাপ
আমাদের ছাড়িয়ে বেড়ে উঠলো নিবিড় ঘন অরণ্য।

একটা সময় আসে

একটা সময় আসে, যখন দাঁড়াতে হয়
নিজেরই মুখোমুখি ;

জহুরীর মতো যাচাই করে নিতে হয়
প্রতিটি মুহূর্তে গ্রথিত জীবন ;
আশৈশব স্মৃতি আর অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথর
বুকের নিচে ক্রমাগত পৃথক করে আসল নকল।

একটা সময় আসে, সান্ত্বনা আর আক্ষেপ
আনন্দ আর বেদনা, একঝলক হাসি একফোঁটা অশ্রু
দুই বুকে দোলায় সংশয়ের অস্থির দোলক।

কোন দিকে ? কোন রাস্তা ? সমস্ত জিজ্ঞাসা
বুকের উপর আছড়ে ভাঙে সমুদ্রের ঢেউ ;
উত্তর মেলেনা, ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায় সৈকত-সীমানা।

একটা সময় আসে, একবুকে যখন জ্বলে
আগুনের ফুলকি, অন্য বুকে দুঃখের লবঙ্গ ফুল।

কুয়োর জলে প্রতিবিম্ব

মৃত্যুর পরেও কারো কারো মুখে ফুটে থাকে ফুলের হাসি,
কারো-বা জীবিতকালেও ওষ্ঠে বসে
একরাশ শব-গন্ধ নোংরা কালো মাছি ;

কুয়োর জলে ছাখো মুখচ্ছবি···বেঁচে আছো কিংবা নেই ?
অমরতা কার নাম, মৃত্যুর আছে নাকি ভিন্ন পদবী ?

পাতাল গভীর কুয়োর স্বচ্ছ জল
মসৃণ দর্পণ, বিম্বিত প্রতিবিম্ব :
দু'এক দণ্ড স্থির চিত্ত দাঁড়ানো ভাল
দেখে নেওয়া ভাল, জলে ভাসমান কোন পুণ্যের দ্যুতি
কিংবা পাপের কলঙ্ক !

গির্জায় ভিয়েতনাম প্রত্যাগত মার্কিন সৈনিক

হাঁটু ভেঙে আমি যখন গির্জায় প্রার্থনায় বসি,
খ্রীষ্ট কি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে পড়ে ফ্যালেন পাপচিহ্ন ?
আমার করতলে ছ্যাখেন লুথার কিং-এর রক্ত ;
আর আমার শার্টে ট্রাউজার্সে গোলা-বারুদের গন্ধ ;
ভিয়েতনামে নরহত্যার বীভৎস পাশবিক মুখ
না ধুয়ে উল্লসিত আমি, ফিরে এসেছি ঘরে ?
ক্ষমা চেয়ে নেবো, কার কাছে ক্ষমা—দেশ ?
আমার বিবেক, আমার ভালবাসাহীন মূঢ়তা ?
আমি তো একদিন মাতৃক্রোড়ে পবিত্র ছিলাম !

ঈশ্বর ফিরিয়ে দিলেন

ঈশ্বর আমাকে ঠেলে নামালেন,
আমি রোদ্দুরে যেতে চাইনি
জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পথ হাঁটালেন ;
বৃষ্টির ভিতর স্নান করালেন ;
আমি আষাঢ়ে মেঘ দেখে
খুঁজেছিলুম গাছের আড়াল,
পাতা ঝরিয়ে ঝড় ওঠালেন ;
বুকের নিচে বান ডাকালেন ;
আমি ঈশ্বরের কাছে ঘুম চাইলুম
ঈশ্বর আমায় অসুখ দিলেন,
মৃত্যু চেয়ে বিষ চাইলুম
ঈশ্বর আমায় ফিরিয়ে দিলেন।

কবিতার পুরুষ

কবির রক্তের ভেতর খেলা করেন বোদলেয়ার
স্নায়ু ও শিরার মধ্যে আশ্চর্য উদ্দাম গান গা'ন
আর তুষারাবৃত তরাই-হৃদয়ে বিপ্লবী কৃষাণের মতন
দিগন্তে ছুটিয়ে দ্যান দুঃসাহসের ট্রাক্টর ;
হিম চৈতন্যের বরফ চাঁঙড় ভেঙে ভেঙে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
পুঁতে দ্যান সুখ-দুঃখের সতেজ বীজ।

শিকল ছেঁড়া বেপরোয়া বুলডগের মতন
তাঁর সতর্ক সাহসী শব্দেরা
ক্ষিপ্রগতিতে লাফিয়ে ওঠে পঙ্গু বিবেকের ঘাড়ের উপর
হিংস্র দাঁতে ছিঁড়ে ফ্যালে ক্ষীণ কণ্ঠনালী,
সু-সংহত সুঠাম গ্রীকদেবতা যেন
হারকিউলিসের পেশীবহুল শরীরের তরঙ্গিত পৌরুষ।

গির্জার গম্বুজের মতন স্বাধীন
কিরণোজ্জ্বল তাঁর ধ্যান, স্বপ্ন, তাঁর ভালবাসা
সারিবদ্ধ পামগাছের দীর্ঘবাহু
চূড়ায় দক্ষিণ সমুদ্রের আন্দোলিত পত্রমর্মর।

স্বয়ংশাসিত রাজ্যে স্বেচ্ছাধীন একা
অক্লান্ত সংগ্রামে অদ্বিতীয় কবিতার পুরুষ।

নিঃশব্দ যন্ত্রণা

ইডিয়ট, কবিতা লেখো—এই বলে তুলে নিয়েছি কলম ;
স্বপ্নের প্রাসাদ গড়ো কিংবা ভাঙো স্মৃতির মন্দির।

অথচ অক্ষম ক্রীতদাস অথবা মূর্খ পুরোহিতের মতন
টেবিলের প্রান্তভাগে মুখ ঝুলিয়ে বসে আছি।

পাথরের শরীরে কি-ভাবে জাগাবো প্রাণের স্পন্দন ;
ফোটাবো ফুলের স্তবক ?
হিম শৈত্য-প্রবাহে আচ্ছন্ন চৈতন্য ;
এই সময় নিয়ে কি করবো আমি ?

শব্দের সমাধি চাদ্দিকে তুলে ধরে নির্মম প্রাচীর ;
নখর উল্লাসে ছিঁড়ে নেয় আত্মার একটুকরো মাংস।

তলিয়ে যাচ্ছে মানুষটা

মানুষটা চব্বিশ ঘন্টা, ঘন্টা মিনিটের হাতে ক্রমাগত মার খাচ্ছে ;
আর মার খেতে খেতে
আহ্নিক পৃথিবীর গতির সঙ্গে সমতা রাখতে হিমসিম—
হোঁচট খেয়ে হাঁটছে,
হাঁটতে হাঁটতে হোঁচট খাচ্ছে।

মানুষটা চব্বিশ ঘন্টা, ঘন্টা মিনিটের কঠিন অনুশাসনে অক্লান্ত
যুদ্ধ চালাচ্ছে ; যুদ্ধ
ভিতরে বাইরে ; যুদ্ধ
নিজেরই স্বপক্ষে বিপক্ষে, প্রচণ্ড দুঃখে হো-হো হেসে উঠছে ;
হাসতে হাসতে
দু'চোখ ঢেকে কাঁদছে ;
কান্না ও হাসির ভিতরে
তলিয়ে যাচ্ছে মানুষটা অসহায় নির্মম।

নিঃশর্ত মুক্তি

একে একে খোলা হ'ল তার পোশাক আশাক :
মাথার মুকুট

মুখের মুখোশ
দু' হাতের দস্তানা ;
কোমর থেকে খুলে নেওয়া হ'ল সবুজ ট্রাউজার্স
পায়ের মোজা
ও জুতো ;
অতঃপর সর্বাঙ্গে তার ফুটে উঠলো আশ্চর্য
আদিম সৌন্দর্য।
সে এখন শুয়ে আছে লাশ-কাটা টেবিলের উপর নগ্ন :
অকৃত্রিম
এবং পবিত্র ;
জন্মকাল থেকে পৃথিবীর বুকে এই তার প্রথম
নিঃশর্ত
অভিনীত জীবনের মুক্তি।

মানুষের বুকের কাছে

মানুষ, মানুষেরই বুকের কাছে এসে ঘনিষ্ঠ আসঙ্গে
পেয়ে যায় জীবনে বেঁচে থাকার অমোঘ
আনন্দ অথবা বেদনা ;
আর সময় সেতার হয়ে হাসে ; অথবা
তপ্ত শলাকা বিদ্ধ, হয়ে যায় শূকরের তীক্ষ্ণ চীৎকার।
গৃহাঙ্গনে বেড়ে ওঠে ঝোপঝাড় ;
অথবা আলোকলতা অনন্ত রোদ্দুরের দিকে যায়।
উন্মুক্ত দরজায় অতিথি আপ্যায়ন
কিংবা বন্ধ দরজায়
ভিখিরীর মতন নির্মম প্রত্যাখ্যান।

মানুষ, মানুষেরই বুকের কাছে এসে গভীর মমতায়
পেয়ে যায় শুশ্রূষার নদী,

আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবারণে
রেখে যায় সত্তার সকৃতজ্ঞ হাসি ;
কিংবা প্রজ্বলিত মরুর মতন রুক্ষ,
বিপন্ন বিশ্বাসে
হতাশায় ক্ষোভে আদিগন্ত ওড়ায় ধূলি-ঝড়।

মানুষ মানুষেরই বুকের কাছে এসে হয়ে যায়
মহান মানব ;
অথবা হিংস্র ক্রূর
ভালবাসার বাগানে নামে দুর্বিনীত দানব।

চৌরাস্তার মোড়ে আমরা চারজন

আমরা চারজন চৌরাস্তার মোড়ে এসে
দাঁড়ালাম মুখোমুখি ;
কে কোন দিকে যাবে ? একজন উত্তরে গেলে
অন্যজন গেল দক্ষিণে,
অপরজন পূবের রাস্তা ধরলে, আমার জন্যে
রইলো পশ্চিম।

উত্তরে গ্যাছে যে
উত্তর পাহাড় থেকে আনবে আত্মার ওষধি
দক্ষিণে গ্যাছে যে
দক্ষিণ সমুদ্র থেকে আনবে অমল শ্বাসবায়ু
পূবে গ্যাছে যে
পূর্বদিগন্ত থেকে আনবে উষ্ণ বিশুদ্ধ রোদ্দুর
আর আমি
পশ্চিমের আকাশ থেকে আনবো নির্মল রাত্রি ;
অতঃপর আমরা চারজন
উত্তরসূরীদের সামনে
মেলে ধরবো আমাদের ভালবাসার পৃথিবী।

হন্তারক, চেয়ে দ্যাখো

দুর্গের দেওয়ালে গা ঢেকে কে ওখানে—আততায়ী ?
কঠিন পাথরে শান দিয়ে ধারাল করছো ওই
কোমরের অসি আর ওষ্ঠপুটে রেখেছো বক্রহাসি ?

মনে করে দ্যাখো
ওই কোমরে একদা বেড় দেওয়া ছিলো পিতলের ঘুনসি,
উঠোনময় দাপাদাপি
বাতাসের সঙ্গে শব্দ করে ঠুঙঠুঙ বাজতো ধাতব ধ্বনি.।
মনে করে দ্যাখো
ওষ্ঠে ছিলো বৃষ্টি ভেজা কেয়া ফুলের পরাগ গন্ধ,
দু'চোখ চঞ্চল—
গুনগুন করতো নরম পাখনার পেলব মৌমাছি ;
টালমাটাল পা দু'টি
এই ছায়া, এই রোদ্দুর দু'পায়ে মাড়িয়ে এঁকে দিতো
নিখুঁত আলপনা ।

দুর্গের দেওয়ালে ঠেস দিয়ে কে ওখানে, কে তুমি ?
হন্তারক, চেয়ে দ্যাখো
তোমারই পায়ের নিচে পিষ্ট তোমার অমল বাল্যকাল
তোমারই স্মৃতিময় তুমি ।

এবার নির্বাসন

হে নগর দাও, এবার দাও সেই নির্বাসন :
মহিষের পিঠের সহিস হবো ; ঠুঙঠুঙ
পিতলের ঘন্টি বাজবে ঠুঙ্ঠুঙ খুরে ধুলো

আকাশে উড়বে গৈরিক আলো, মিঠে রোদ
গোধূলি…
বাতাসে শিরশির শিস্ দেবে ঘাসের সবুজ শিষ
মেঠো পথে জংলা গাছ, বুনোগন্ধ
বাতাস ভারি,
মহিষের বাঁকা কৃষ্ণ শিং ;—লতায় জড়ানো
আধফালি চাঁদ
মসৃণ রোমশ পিঠে গড়িয়ে নামবে সন্ধ্যাকাশ
রাখাল বালক
ফিরবো একা
ঠুঙ্ ঠুঙ্
মহিষের গলায় বাজবে পিতলের ঘন্টি
ঠুঙ্ ঠুঙ্…
গোশালার দরজায় হাসবে বৌ—
তার দু'চোখে গর্ব, কতদূর গিয়েছিলে ?
আমি তাকে দেখাবো রুক্ষ চুল, তামাটে মুখ ;
হে নগর দাও, এবার দাও সেই নির্বাসন ।

সানগ্লাসের ভিতরমৃত দুটি চোখ

ওইখানে কেয়াঝাড়ে পড়ে আছে আমার কৈশোর—
আমার এই ভরদুপুর রোদ্দুরে হেঁটে যাওয়া
একাএকা হেঁটে যাওয়া ;
হাঁটু গেড়ে বসে পড়া আর কপালের ঘাম মোছা ।
ভালবাসা নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে আছে একা ;
বহমান সময় আর স্মৃতির নদী—
আর তার পায়ের নীচে গুঁড়ো হয় শস্য সুনিবিড় ।

অর্কিডের ছায়ায় মুখ গুঁজে কতকাল দেখা নেই
অবাক কিশোর চোখে কিশোরী আকাশ,
সবুজ ঘাসের জাজিমে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা,
রুক্ষ চুলে বাতাসের ঝাপ্‌টা—
হলুদ রেণুর গন্ধ মাখা দিগন্তের আনত ওষ্ঠ।
আমার এই ভরদুপুর রোদ্দুরে হেঁটে যাওয়া
একাএকা হেঁটে যাওয়া…
বুকের বোতাম আল্‌গা, ছেঁড়া শার্ট—
সানগ্লাসের ভিতর মৃত দু'টি শান্ত চোখ।

জ্যোৎস্নায় নৌকাডুবি

জ্যোৎস্নায় ঘটে যায় নিঃশব্দ নৌকাডুবি—
নীল দরিয়ার নাবিক
সবুজ দ্বীপের মতন অনেক দূরের নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে থাকে।
হাঙরের ডানার মতন উড়ে যায় শ্বেত মেঘ,
সবুজ দ্বীপের তটে প্রতিহত, ফিরে আসে রাশি রাশি ঢেউ :
বাতাসে বাজায় রূপোলী তরঙ্গের নূপুর নিক্কণ।

জ্যোৎস্নায় নিমজ্জিত নাবিক
ভাসমান বয়ার মতন চাঁদটাকে জড়িয়ে ধরে।

উল্লুক

দুয়ার এঁটে ঘুমিয়ে পড়েছে পাড়া ;
একা মানুষ হা-হা চাঁদের আলোয় বুক চিরে চিৎকার করে যায়।
লণ্ঠন দুলিয়ে দৌড়ে আসে চৌকিদার—
রক্ত-চক্ষু, শাসায় : উল্লুক এখন পৃথিবীর ঘুমোবার সময় :
এ-সময় তোমার আত্মহত্যার অভিসন্ধিতে যেন তার তন্দ্রাভঙ্গ না হয়!

না-দেখা মুখ

আয়নায় না-দেখা মুখে বেড়ে ওঠে দাড়ির জঙ্গল ;
দাড়ি কামাতে বসে, হাতে তুলে নিলেই ক্ষুর
আমার আকণ্ঠ তৃষ্ণা বেড়ে যায়।
আমি সাবানের ফেনায় ঢেকে ফেলি সমস্ত মুখ।

জিব

ঘুমের মধ্যে মুখের ভিতরে জড়িয়ে আছে জিব
যা দিয়ে আমি অমৃত এবং বিষ উদ্গার করতে পারি ;
অথচ আমি জেগে উঠলেই, আমার জিব
আশ্চর্য লম্বা হয়ে পেঁচিয়ে ধরে আমার গলা ;
অতঃপর আমাকে আর কথা বলতে দেয় না।

ভিখিরী

ভিখিরী দুজন, দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে নিষ্পলক-
গলায় বকলশ আঁটা একটি কুকুরকে তার প্রভু
খেতে দিচ্ছে মাংস এবং রুটি, আদর করছে
প্রিয় টমি বলে, গায়ে বুলিয়ে দিচ্ছে নরম হেয়ার-ব্রাশ।

ভিখিরী দুজন, দুজনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে :

অদূরে আহারে তৃপ্ত কুকুরটি হাই তুলছে
অলস আমেজে···

অভুক্ত ভিখিরী দুজন শালপাতার উচ্ছিষ্টের খোঁজে
ফিরে গেল ময়দানের দিকে।

নেহেরু উদ্যানে যক্ষার রক্ত

আহা, নেহেরু উদ্যানে ফুটেছে গোলাপ,
গোলাপ ফুটেছে ;—যক্ষার রক্ত যেন।
গান্ধী-ঘাটে ভেসে আসে হরিজনের মড়া।
কন্যা কেমন সাজায় সংসার—
সন্ত্রাসে হাই তুলে পাশ ফেরে নরকবাসিন্দা।

নচিকেতার চোখ

পৃথিবীকে পিছ-মোড়া করে তুলে নিয়ে গিয়ে তারা তাকে
বেশ্যাপাড়ায় শুইয়ে ছায় ;
যাচ্ছেতাই ব্যবহার করে তার যোনি, স্তন এবং উরু এবং
চুকচুক শব্দে রাত্রি অন্তঃসত্ত্বা হয় ; বেওয়ারিশ মাতাল
টলতে টলতে রাস্তা পার হলে, সদরে লম্পট লণ্ঠন
দুলতে থাকে বিখ্যাত সব মন্দির গির্জা মসজিদের গম্বুজে···

আর আমিও শুঁড়ীর সাক্ষী মাতাল, মাংসের দালাল
পৃথিবীকে চিৎ করে শুইয়ে দিই আমার উপোড় শরীরের নিচে
অতঃপর আমি তার বুকের উপর চেপে শুই শিকারী পুরুষ,
এবং এভাবেই খুঁটে নিই তার শরীরের সমূহ নির্যাস ;
ঘামে পিছলে যায় আমার অনুরক্ত হৃদয় :
নীলপদ্ম করতলে তার কথা ছিলো
দক্ষিণ দিকের ফটক খুলে বেড়াতে যাবে চিরহরিৎ উদ্যানে
চার চোখের আলো
আত্মার বৃত্তে ঘটাবে জীবনের সমন্বয়, শেখাবে মন্ত্রের শুদ্ধ উচ্চারণ,
বর্ণমালার প্রথম বর্ণ থেকে শেষ বর্ণে সম্মানিত পরিপূর্ণ প্রেম।
হাঃ ঈশ্বর
ঈশ্বরকে ক্ষমা করি না

হাঃ অমল-জ্যোতি মানব
মানবকে ক্ষমা করিনা
হাঃ একমেবদ্বিতীয়ম্ আত্মা
আত্মাকে ক্ষমা করি না
ঘোর অবিশ্বাসে আমার রাত্রি দিন   দিন রাত্রি হয়
উদয়াস্ত আমি যখন হাঁটু মুড়ে প্রার্থনায় নতজানু
দুই শূন্য করতল তুলে ধরি, বৃষ্টির ফোঁটার মতো ঝরে পড়ে অবিশ্বাস
আমি আতঙ্কিত হই, নিরাপদ দূরত্বে সরে আসার অভিপ্রায়ে
অতর্কিতে আমার পদস্খলন হয়···

আর হো-হো হাসির চকিতবিদ্যুৎ
পায়ের নখ থেকে ছুটে যায় মাথার চুলে—শব্দ ব্রহ্ম ?
রোমকূপের লোমগুলি শিস দিয়ে ওঠে, কর্ণকুহরে গড়িয়ে নামে
লাভাস্রোত, ২৬ বছরের বুক কেঁপে, কেঁপে ওঠে ভূ-মণ্ডল ;
অন্ধ মুনির মতো আমি ডাক ছাড়ি :
সিন্ধু ·····সিন্ধু···
অদূর ব্যাধ, ব্যাধ আমার বুকের মধ্যে
আমাকেই শরবিদ্ধ করে ক্ষরিত রক্তে ছ্যাখে মুখ ;
নিষাদ, নিষাদ তোমার আঙুলে কি একটুও জমেনা বিষাদ
নীল সরোবরে ছ্যাখোনি শান্তিপ্রিয় শালুক ?

আঃ এ্যালকোহলের তীব্র ঝাঁঝের মতো বুক চিরে নেমে যায় জারক যন্ত্রণা
হৃৎপিণ্ডের পোড়া গন্ধ উঠে আসে, বিষাক্ত করে বায়ু
সক্রিয় বীজাণুরা উঠোন চত্বর ছেড়ে, অন্দরমহলে নিয়ে আসে
মড়ক মহামারী···

আমি ক্রীড়নক হয়ে আছি—কার ক্রীড়নক ?
পৃথিবী ঈশ্বর নারীর—আমি জানি না।
জন্মকাল থেকে এ-পর্যন্ত আমাকে কিছুই শেখানো হয় নি।

আমি জেনেছি :   কৈশোরে মাতৃক্রোড
যৌবনে যুবতী-অঙ্গ
বার্ধক্যে পাশবালিশ
এই আমার জীবন।
আমি কোনদিন আর্য ঋষির মতন শুদ্ধ মন্ত্র পাঠে হবো না ব্রাহ্মণ :
আমার উপুড় শরীরের নিচে চিৎ-পৃথিবী
শিকারী পুরুষ উন্মত্ত খেলায় মেতে আছি।
চরৈবেতি
চরৈবেতি
চরৈবেতি
আমার পায়ের নিচে বিশাল শলাকা
কপালে বিদ্ধ সূচী-সূক্ষ্ম পেরেক
আমি স্থির চিত্র, আবহমানকাল দাঁড়িয়ে আছি

সুখ দিলে সুখ, দুঃখ দিলে

আমি তোমার ওষ্ঠে আর তোমার পায়ের পাতায়
চুমো রাখি ;
আমি তোমার চোখ থেকে ধার করে নিই
আমার নিজস্ব ভালোবাসার আলো ;
আমি অসংযম শিশুর মতো সরিয়ে দিই
তোমার বুকের আঁচল ; উষ্ণ নিবিড় গন্ধে
মুখ গুঁজে নিই আমার নিঃশ্বাস।

তুমি কপট অভিমানে শাসন করো কিংবা দাও প্রশ্রয়—
আমি অদম্য আবেগে একবুক ভিখারী ;
ভিক্ষা চেয়ে ফেলি, বয়স্ক পুরুষের প্রতি নারীর আদর।

তুমি হেসে উঠলে, গোগ্রাসে গ্রাস করি
ধ্বনিময় উজ্জ্বল তরঙ্গ একঝলক ;

তুমি কেঁদে উঠলে, চোখের কোণে একবিন্দু
ভিজিয়ে ছায় আমারও চোখ মুখ চিবুক।
তোমার নিভৃত সুদূর অভ্যন্তরে আমার নিঃশব্দ ভ্রমণ ;
আমি ছুঁয়ে যাই, বুকে উড়ে আসে যতো মেঘ ও রোদ্দুর।

তুমি সুখ দিলে সুখ ; দুঃখ দিলে
দুঃখকে বুকে তুলে ভালোবেসে ফেলি।

তোমার শান্ত শীতল মুখ

তোমার শান্ত শীতল মুখের দিকে তাকিয়ে আমার
নিঃশব্দ কষ্ট হয়।
অথচ তুমি নিরুদ্বেগ, নিঃসঙ্কোচ, অনায়াসলব্ধ ঋজু সারল্যে
ভালবাসা ভাগ করে দিতে পারো, দাও ; আর এই আমার
পরাজয়, হেরে যাওয়ার ক্ষোভে দুঃখে ক্লান্ত বিমর্ষ ;
আমার একক আধিপত্য থেকে এ-ভাবেই তুমি আমাকে বঞ্চিত করো।
তোমার মমতাময় চোখের নিচে বেড়ে ওঠে বিশাল পৃথিবী ;
আমি সেই পরিধির বাইরে এসে একক বিচ্ছিন্ন,
মুখ ফিরিয়ে থাকি।
আমি চেয়েছিলাম তোমার সমূহ সত্তার উপর অখণ্ড আধিপত্য ;
তাই তুমি যখন স্তন দাও কোলের শিশুকে
অথবা অমায়িক পুষ্যি বিড়ালটাকে আদর করো
আমার দু'চোখ থেকে ছুটে যায় ঈর্ষার দৃষ্টি ;
অথবা ভিন্ন পুরুষের সঙ্গে যখন কথা বলো কিংবা হাসো
অসহ্য জ্বালায় জ্বলে যায় বুক, আমি প্রতিদ্বন্দ্বীর
ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তার পিঠে ছুরি বসিয়ে দিই।
আমার এই নিঃশব্দ কষ্ট আমাকে তাড়িয়ে বেড়ায় ;
তোমার আয়ত চোখ দুটো এমন গভীর আত্মসংবৃত
আমাকে দেখতে পায় না।

.মেল পাহাড়ের ছায়া

ধুমেল পাহাড়ের হেলানো ছায়ায় ঢাকা জংশন-ইস্টিশানে
অকস্মাৎ বেজে ওঠে বিদায়ের ধ্বনি…
প্লাটফর্মের ঈশান কোণে বিষণ্ণ বকুল গাছটাকে সাক্ষী রেখে
বিদায়কালীন দীর্ঘ বিরহের বেদনায় মুহ্যমান দৃশ্যপট।
পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা উষ্ণ প্রস্রবণের মতো তোমার কণ্ঠ
গাঢ় অথচ সুদূর ;
তোমার দীঘল চোখে উড়ে আসে দ্রাঘিমার ঝড
ঝড়ের সঙ্গে নামে নিবিড় নরম বৃষ্টি।
আর আমার ট্রেনের হুইসেল তীক্ষ্ণ চিৎকারে হেঁকে ছায়
আমার নির্বাসন।
জানলার শার্সি নামিয়ে দিই। শঙ্কিত দীর্ঘশ্বাসে
ঢালু মাঠের মধ্যে নেমে যায় গাড়ি। অন্যমনস্ক
হবার দুর্বার প্রয়াসে চোখের সামনে মেলে ধরি
স্টলে সংগৃহীত মনোজ্ঞ ম্যাগাজিন ;
অক্ষরের মোহ ছাপিয়ে বারবার ভেসে ওঠে তোমার মুখ
আর সেই দূরের গৈরিক টিলা ; —চূড়ায় দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ
ঘটেছিলো পরিচয়।
আর আমাদের সেই অবিস্মরণীয় বিস্ময়ের মুহূর্তে
হাওয়া-বদলের গান গেয়েছিলো ট্যুরিস্ট পাখিরা।

অমল গোলাপ

ভালবেসে আমরা ভালবাসি পরস্পরকে দুঃখ দিতে
যন্ত্রণা দিতে ; দুঃখের বাগানে ফোটাতে দুঃখিত গোলাপ।
এভাবেই অভিমানের নিপুণ চাতুর্যে প্রাজ্ঞ হয় প্রেম ;
বয়স্ক হয়ে উঠি আমরা আমাদের স্বাধীন ভ্রমণ
স্মৃতির আড়ালে চলে আসি যে-যার গোপন অন্তঃপুরে।
অতঃপর একাএকা অতীতের স্বপ্ন দেখি স্মৃতিচারণে

বেলা কাটে   পায়ে পায়ে সরে আসে ঘনিষ্ঠ ছায়া।
দিগন্তের ওপারে প্রবীণ বৃক্ষের দিকে দু'চোখ তুলে তাকাই—
শিকড়ে শাখায় প্রসারিত মগডালে সবুজ পাখির সম্ভাবনা
নিয়ে অনন্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে অপলক   ক্ষয়প্রাপ্ত
বাকল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে সঘন তরল নির্যাস ;
নির্বাক বিস্ময়ে দেখি
বৃক্ষ আর কাঠুরের নির্মম সংঘাত   কাঠুরেরও
বুকের ভিতরে থাকে অমোঘ আত্মীয়তা   একদা
অনুতাপে ছুঁড়ে ফেলে ত্যায় শাণিত কুঠার।
আমাদেরও এইরকম অন্তর্মুখ ভালবাসা যতো দুঃখ পাই
যতো দুঃখ দিই   পরিশেষে ফিরিয়ে নিই সমূহ অস্ত্র
অভিমানও অতঃপর অনুরাগে হয় রঞ্জিত ;
নিবিড় হয়ে দাঁড়াই মুখোমুখি   ব্যবধান ছিলোনা কখনো
ছিলো প্রেমে বিচ্ছেদের অন্তঃক্ষরা সুখ ;
ভালবেসে আমরা ভালবাসি পরস্পরকে দুঃখ দিতে
যন্ত্রণা দিতে ; দুঃখ ও যন্ত্রণার ভিতরে পেতে
পরিস্ফুট অমল গোলাপ।

বিষণ্ণ কিশোর

গোধূলির রক্ত মাড়িয়ে হেঁটে গেছে সে কিশোর
শুকতারার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে, মনে পড়ে গ্যাছে তার
সরল এক কিশোরীর মুখ।
প্রকম্পিত হৃদয়ে কী যে তার দুরারোগ্য অমোঘ অসুখ—
কঠিন পৃথিবীর ধাতু শুষে নিয়েছে তার রক্তের উচ্ছ্বাস ;
দুঃখিত নদীর পাড় ধরে ফিরে এসেছে একা, সন্ধ্যাবেলা
বঞ্চনায় ব্যথিত, ভারি পাথরের মতো নির্মম মুখ ;
বিষণ্ণ চিবুক আর বিবর্ণ ললাট বিশাল প্রান্তরের মতো পড়ে আছে
শূন্য উদাস ;

সবুজ বনের আড়ালে নিভে গেছে সমস্ত জোনাকি।
বিপন্ন বিস্ময়ে সে শুধু দেখেছে কৃষ্ণকায় আদিম রাত্রি
মৌন গাছেদের জড়িয়ে ধরেছে কঠিন বেষ্টনে :
রুদ্ধবাক আকাশ দিগন্তের বুকে ফেলেছে নিবিড় নিঃশ্বাস,
বাতাসে ভেসে এসেছে দুঃখিত প্রহরের প্রগাঢ় বিষাদ ;
কিশোরের বুকে হারিয়ে গিয়েছে সে কোন কিশোরী মুখ
আকাশের প্রান্ত থেকে খসে গ্যাছে শুকতারা।
অমল কিশোর জেনেছে, বুকের ভিতরে স্বপ্ন নয়, স্মৃতি নয়
কী এক ভীষণ দুর্বহ, অনন্ত অধির যন্ত্রণা
ক্রমাগত চালায় বুকে দুর্বোধ্য দিবারাত্রির করাত।

বুকের কাছে কিশোরী

অভিমানী উদ্‌ভ্রান্ত বালকের মতো কিশোরী,
আমি তোর শরীরের পাশে জেগে উঠি ; সদ্যফুটন্ত স্তন
ঈষৎ ভারি নিতম্ব—কী যে মোহিনী আকর্ষণ !
পৃথিবীর বুকে সমস্ত পরাজয় স্বীকার করে নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই—
যদি তোর কাঁচা শরীরের সবুজ গন্ধ পাই ;
যদি তোর নতুন উরুতে সোনা-রং মিঠে রোদ্দুর
শীতের কুয়াশায় বস্ত্রহীন উত্তাপ পোহাই ;
আয় কিশোরী, আয় তুই, বুকের কাছে আয়—
আমি ছিঁড়ে ফেলে দেবো আমার শার্টের বোতাম
আমার জন্মদিনের উপহার—হিরার আংটি, হার ;
আর আমার বালককালের তলতা বাঁশের বাঁশি
রাস্তার ভিখিরীকে দিয়ে সর্বস্বান্ত ভিখিরী হবো ;
আয় কিশোরী, আয় তুই, বুকের আছে আয়—
আমি তোর রূপের আগুনে অন্ধ পতঙ্গ
আগুনে ঝাঁপ দিয়ে দু'ডানা পোড়াবো ;
আমি তোর পাবক শিখায় ধ্বংস হয়ে যাবো।

বুকের ভিতরে নেই সুখ, অসুখ নেই

বুকের ভিতরে নেই সুখ, অসুখ নেই ; এমন শূন্য বুকে
আমি তো কতকাল নির্লিপ্ততার নিবিড় তমসায় মুখ ডুবিয়ে উদাসীন
ঘুমিয়ে পড়েছি ; ঘুম ভাঙিয়ে ডেকে তুমি তোলনি
আমায় ; দাওনি আঘাত, ভালবাসা দাওনি ; তাহলে ভাস্কর্যের সম্রাট
ঈশ্বরের শিল্পসত্তাও
ত্রিকালের আয়নায় এ-ভাবে ভেঙে যায় ? দিওতিমা
তোমার অভিসারের প্রত্যাশায় আমি তো আমার
ঘরটিকেও পবিত্রতার স্পর্শে বানাতে চেয়েছি মন্দির ;
নিশীথ নক্ষত্রের প্রদীপ
বুকে তুলে দেখাতে চেয়েছি এই পথ, শাশ্বত সুদূর
হৃদয়ের অমল উল্লাস……
প্রেমিকের মৃত্যু কী ভীষণ অহঙ্কারী যদি জেনে থাকো
এও জানো তার স্বপ্ন
নয় ভিখারী ; ভাস্বর মুখের দীপ্তি ভুলে যেতে পারে,
ভুলে যায় প্রতিটি ভ্রাম্যমাণ মানুষ ;
গহন অরণ্যে পুষ্পের সৌরভ
দক্ষিণের বাতাসে ভেসে গেলে দুঃখে কারো আনত
হয় না নয়ন—
নীল অরণ্যও তা জানে ;
দিওতিমা, দুঃখ না দিলে দুঃখিত হয় না পৃথিবী
সুখ না দিলে সুখেরও নয় সে প্রত্যাশী ; শুধু
মুগ্ধ দৃষ্টির অভাবে দৃশ্যমান জগতে স্রষ্টার সৃষ্টি
মুছে যায় কালের দর্পণে ।

আমার প্রেম : আমার পুনর্জন্ম

(ঢাককে)

আবার ফিরে যাবো সেই বকুল গাছের কাছে,
বলবো : আমাকে চেনো ?
যদি না চেনে নাই-বা চিনলো—
আমি তো একদিন শিকড়ে শিকড়ে ঢেলেছি জল,
আমার স্বপ্ন-সাধ-বাসনায় বানিয়েছি বেড়া ;
সুবর্ণ শিকড়গুচ্ছে মিশিয়েছি সহৃদয় উত্তাপ।
আবার ফিরে যাবো ; যদি যাই
এতোকাল পরে ফোটাবে না কি দু'একটি বেদনার ফুল !
না ফুটুক, আমি তো ভুলবো না
আমারই যন্ত্রণা অপার মায়ায় জড়িয়ে আছে
সে গাছের মূল।

২.

কি আর বলবো, উপলখণ্ডে
আঘাতে আঘাতে সবই তো বলেছে সমুদ্র ;
দু'চোখে সাজাবো কোন স্বপ্ন,
ঈশানে নৈঋ'তে অবিরাম অশনি সংকেতে সবই তো সাজিয়েছে আকাশ
গহন অরণ্যে উপবাসী বাতাস
ভাঙা ডাল জীর্ণ পাতা মুখে তুলে ওৎ পেতে বসে আছে
স্মৃতির শ্মশানে ; আর দাউ দাউ
জ্বলছে দুঃসহ বিগত দশ বছর।
শূন্য হাতে ডানা মুড়ে বসবে না পাখি
হিরক চোখে তাকাবে না হরিণ ;
জীবনের জানলায় বসে তবু
দূরে দীর্ঘ ছায়ার সারি ভালবেসে যাবো।

৩.

দুঃখের বিলাসিতা সে নয় আমার, এই যন্ত্রণা
গভীর হোক, গভীরতর যন্ত্রণা ; করি না আরোগ্য কামনা—
শুধু চাই অশ্রুভরা অপার শুদ্ধ শোক।

দুঃখ, দুঃখেরই মতন উপমাহীন,
নির্জন বুকের গভীরে নির্জন—
অভিমানে ফেরাতে চাইনা মুখ ; কিংবা তীব্র প্রতারণা
দুঃখের সঙ্গে আমার ছিলো না কখনো।
দুঃখ চেয়েছি, আজীবন দুঃখ—বুকের গভীরে গভীর নিবিড় ;
তুমি আমার চিরন্তন দুঃখ হয়ে ওঠো।

৪.

মাঝ দুপুরে ঘুঘু ডাকে। যেন কোন বৈতরণীর
ওপার থেকে উঠে আসে সেই খিন্ন স্বর ;
তৃষ্ণা, প্রচণ্ড তৃষ্ণায় বুক ফেটে যায়—
এতোটুকু ছোট্ট বুকে এতো আর্তনাদ ছিলো ?
হে উদাসী বৃক্ষ, ওকে একটু আশ্রয় দাও
দাও সান্ত্বনার শীতল স্পর্শ।
খর রৌদ্রে উড়ে উড়ে ক্লান্ত
মাঝ দুপুরে ঘুঘু ডাকে। নাকি আমারই বুকের
প্রত্যন্ত প্রদেশে ডুকরে ওঠে বিগত দশবছর !

৫.

যদি অশ্রু দিয়ে মোছা যায়, যার মুখের ঐশ্বর্যে বারবার প্রলোভিত আমি ;
তবে তাম্রলিপ্ত কঠিন দিন বৃক্ষের মতন নির্বিকার ভুলে যাই ;
হেঁটে যাই, হাঁটার যন্ত্রণা বুকে তুলে হাঁটি
রাত্রি দিন ; নিজেরই ভিতর খুঁজি নিজস্ব আশ্রয়।
অথচ সর্বত্র অদৃষ্টের মতন অবশ্যম্ভাবী
ছায়াময় সহচরী ; আমার দ্বিতীয় কোন গন্তব্য নেই
যেখানে আমাকে স্বাগত জানাবে অন্য কোন আমি।

৬.

সারারাত্রি ঘুম ছিলো না, শব্দের সন্ধানে, শব্দে ফোটানো অসম্ভব
তবু নিয়তি নিয়ন্ত্রিত পরিত্রাণহীন, শব্দে
না ফোটালে শান্তি নেই ; যথাযথ মুখচ্ছবি
আজও অস্পষ্ট ; দূরতর ভবিষ্যতের মতো অজ্ঞাত

হৃদয়ের দ্বারপ্রান্তে ব্যর্থ করাঘাত, দরোজার
অন্যপ্রান্তে দ্বিধায় দ্বন্দ্বে দ্বিখণ্ডিত হই ; অথচ
আমৃত্যু অমোঘ অন্বেষণ : সমূহ তৃপ্তি চাই
শব্দের আধারে, পুষ্পার্ঘ্যের মতো পবিত্র শব্দ…
না হলে ভালবাসা মৃত্যুর শরশয্যা, তীক্ষ্ণ বাণে
অহোরাত্র আহত তৃষ্ণার্ত বুকে কাতর যন্ত্রণা।

৭.

প্রার্থনায় নতজানু যেমন দাঁড়ায়, তেমনি দাঁড়িয়েছি
তোমার সমুখে ; তুমি শান্ত শীতল পাষাণবিগ্রহ
নির্নিমেষ তাকিয়ে থেকেছো দৃষ্টিহীন ;
ভিক্ষাঝুলি কাঁধে তুলে কাছে এসে ফিরে গেছি ,
তবু অনুকম্পায় কখনো হঠাৎ দু'হাত ওঠেনি কেঁপে ;
কঠিন অনড়, তৃষিত মুহূর্তে স্থির যেন
জীবনকে প্রত্যক্ষ দেখে নিয়ে
অহরহ প্রবৃত্তিতাড়িত আমাকে জানাচ্ছো ধিক্কার।

৮.

অরণ্যসঙ্কুল হৃদয়, কস্তুরীমৃগের সন্ধান নেই ;
তবু দীর্ঘ কালক্ষেপ, লক্ষ্যভ্রষ্ট বারবার ব্যর্থতায় নষ্ট হয় তূণের তীর ,
অথচ অসম্ভব প্রত্যাবর্তন মৃগয়ায় অকারণ
পশ্চিম আকাশে তাকিয়ে অনুতপ্ত হই ; দ্রুত
বয়ে যায় বেলা, নিঃশেষ হয়ে আসে ক্রমে
দিকচক্রবালে যৌবনদীপ্ত ঋজু রোদ্দুর ;
বিষাদে ঢাকি মুখ , মিলবে না কস্তুরীমৃগের সন্ধান ,
অরণ্য সমীপে তবু বুকে তুলে দুঃসহ অবসাদ
অক্ষম বসে থাকি, ভ'রে ওঠে চতুর্দিক অনন্তের অন্ধকার।

৯.

সারাক্ষণ মুখের দিকেই তাকিয়ে থেকেছি ; তবু
স্বচ্ছতায় স্পষ্ট হয়নি মুখচ্ছবি ; সারাক্ষণ
ঝড়ের মতন বিরামহীন বাক্যালাপ ; তবু

প্রতিটি শব্দ, শব্দের ব্যঞ্জন অশ্রুত থেকে গ্যাছে চিরকাল ;
পুরনো সংলাপ, একই সংলাপ ক্রমাগত
একই দৃশ্যে অবিকল মুখচ্ছবি, ভ্রূভঙ্গির নির্জনতা, চু'মণির নীরব দর্শন ;
তবু মেটেনা বিপুল তৃষ্ণা, আকণ্ঠ
পান করি বাক্যের বিন্যাস, শব্দের স্পন্দন
মুখাবয়বে স্থির দৃষ্টি রাখি নিমগ্ন দার্শনিক।

১০.

কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে দেখি তোমাকে, তুমি দাঁড়িয়ে আছো
দূরের টিলায়, শস্যপূর্ণ মাঠের আলে, সবজিবাগিচায়
উঠোনে হেনাঝড়ের আড়ালে, প্রাচীরের গায়, ঝুলবারান্দায়,
সিঁড়ির নিচে—ছাদের কার্নিশ ধরে গাঢ় নিবিড় অন্ধকার ;
কিংবা কখনো জ্যোৎস্নায়, শুক্লপক্ষের চাঁদ
উঠে এলে অরণ্যচূড়ায়, নদীজলে, সদররাস্তায় টেলিগ্রাফের তারে
শ্বেতপ্রস্তর মন্দিরফলকে দেখি তোমাকে
তুমি দাঁড়িয়ে আছো শুভ্র ধবল জ্যোৎস্না ;
সত্তার গভীরে তুমি আমার আলো, তুমি আমার অন্ধকার
ভাবনা অনুভাবনার আকাশপথে আসো যাও
দুই পক্ষে ভ'রে ওঠো তুমি আমার আনন্দ বেদনা।

১১.

কেন আসি, মুখোমুখি বসে থাকি সারাক্ষণ ;
উঠতে পারিনা, তাই বসে থাকি, তাই যন্ত্রণা, অরণ্যশিহরণ।
উদ্বিগ্ন হৃদয় বিষাদ-মগ্ন মৌন দীর্ঘ ঝাউবন
উজানে যদি আসে প্লাবন, তবে ভেসে যাই
মূল ছিঁড়ে, ঢেউয়ে ঢেউয়ে ছিন্নভিন্ন এই দেহমন হোক বিসর্জন ;
দিশাহীন দিগন্তে ঘূর্ণাবর্তে ডোবাও আমাকে
করো খণ্ড বিখণ্ড, অগাধ নীল জলে যদি
গড়ে ওঠে আমার সমাধি, জলস্তম্ভে
অঙ্গীভূত সীমাহীন সমুদ্রে মুছে ফেলে ম্লান মুখ
নীলের ব্যাপ্তিতে ভুলে যাবো পৃথক অস্তিত্ব।

১২.

যদি না হৃদয় খুঁড়ে পুঁতে দেবে গাছ,
তবে কেন জীবনের অন্ধকার সরিয়ে নিলে,
দিবাদ্বিপ্রহরে ঝরালে আগুন, রৌদ্রময় দিন—
আমি তো চাইনি এমন অসহ্য দাহন ;
বাতাসে বুক পেতে দিলে উঠে আসে উষ্ণ নিঃশ্বাস
রক্তে শিস্ দিয়ে ছুটে যায় দুরন্ত ঝড়
প্রবল হৃৎস্পন্দনে দুলে ওঠে বুকের বারান্দা :
কোনখানে নিয়ে যাবে ?   স্থিরতর আশ্রয়
কোনখানে ?   বুকের প্রাঙ্গণে পুঁতে দিও
একটি গাছ, অন্ধকার কিংবা প্রখর রোদ্দুর নয়
আলোছায়ায় আমাকে নাও, দুহাতে দাও
আমার ভালবাসার মরাল মসৃণ গ্রীবা।

১৩.

দুখণ্ড পাথর পাশাপাশি পড়ে আছি বহুদিন
পাথরে গজায় না ঘাস, হলুদ পাখিরা
ফেরেনা—ফেরেনা খুঁটে নিতে জীবনের স্বাদ ;
অস্তিত্বকে অস্বীকার করে অনন্তে নিশ্চিহ্ন হওয়া হলনা
সম্ভব।   মুখোমুখি দুখণ্ড পাথর
মুখমণ্ডল ভরে আছে ধুলোঝড়, চোখের দুমণি
নিথর, চিবুকে জমে ওঠে কঠিন বরফ ;
হে অধীশ্বর, এ দুটি পাথর ভাঙো, ভেঙে দাও মাটির গৌরব
কোমল মাটির ত্বকে তুলে আনব ঘাস, হলুদ পাখিদের ফেরাব।

১৪.

আর তুমি সেই দূরতর নক্ষত্র যার রোদ্দুর
সীমাহীন দূরত্বে পৌঁছোবে না কখনো আর আমি
ঘন কুয়াশায় বসে থাকব সারারাত্রি ;
অকস্মাৎ যদি ধর হাত কিংবা ঠোঁটের সংলগ্ন
তুলে ধরো উষ্ণ ঠোঁট, শরীর থেকে ঝরে যায়
বরফ ; আঙুলে আঙুলে জড়ায় আলোর রেণু।

স্নায়ুর ভিতর শুনি সানাইয়ের শব্দ……
ঘন কুয়াশায় বসে থাকব, আস্তরণ
ছিঁড়ে হয়ত একদিন দূরতর নক্ষত্র এনে দেবে মধ্যদিন
প্রতীক্ষায় পূর্ণ হবে একবুক মাঠের ফসল।

১৫.

আমি তোমাকে দিয়েছি দেরাজের চাবি। খুলে দেখ
দুর্দিনের সম্বল সংগৃহীত আছে
কখানা তোমারই ভালবাসার চিঠি ;
যখন ছন্নছাড়া, আশ্রয়হীন বৃক্ষের উদাসীনতায় বেলা যায়
বাদামী বিকেলে ঝরে যায় আকাশভাঙা বৃষ্টি
মন্থর বাতাসে ভেসে ওঠে অসংলগ্ন সংলাপ
গির্জার ঘন্টাধ্বনিতে ব্যাকুলতর তোমার কণ্ঠ ;
দূর বন্দরের বাতিঘরে লণ্ঠন
উজ্জ্বল শিখায় দীপ্যমান দ্যুমণি
খুঁজে ফিরি একাকীত্বে একান্ত নির্জন।
পুরোনো দেরাজে ভরে রেখেছি ভালবাসার দিন
আর তোমার হাতে তুলে দিয়েছি দেরাজের চাবি,
যদি হারিয়ে যাই, সেই তো স্বাভাবিক—
নিঃস্বকেই দ্রুত সরিয়ে নেয় সাবধানী সময় ;
দেরাজ খুলে দেখ তোমারই প্রেরিত চিঠির স্তূপে আমি
লুকিয়ে রেখেছি আমার ঘনিষ্ঠ মুখ।

১৬.

হিম কালো রাত, শীতের সম্বল একখানি কম্বল
আধখানা ছেড়ে দিয়ে বললে—
এই নাও, এ-খানাই দুজনে ভাগাভাগি করে নেব ;
আমি সেই কম্বলের নিচে তোমার দেহের উত্তাপসমৃদ্ধ
উষ্ণ আবরণে খুঁজে পেলাম বিচিত্র জগৎ
বাইরে ঘন কনকনে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ
ভিতরে ঘনিষ্ঠ নিবিড় মূর্ত ভালবাসা।

নিষ্পত্র নিরাভরণ বৃক্ষের বিলুপ্ত উজ্জ্বলতা
জ্যোতিহীন নক্ষত্র, তুষার-ঠাণ্ডা চাদর ঢাকা
লনে সবুজ ঘাসের শব, তবুও দৃশ্যের অন্তর্গত দৃশ্যে সবুজ শিহরণ
চিরহরিৎ হৃদয়ে হৃদয়ে মর্মরিত বার্তা বিনিময়
স্পর্শে স্পন্দমান স্নায়ুর এসরাজ :
হিম কালো রাত, শীতের সম্বল একখানি কম্বল
বুকে তুলে, বিছানায় আলোড়িত বসন্ত বাগান।

১৭.

দূরে ছিলাম। কাছে ডেকে কেন শোনালে সমুদ্রের স্বর
দুচোখে মেলে দিলে অনন্ত আকাশ
বুকের প্রস্থে খুলে দিলে দূর দিগন্ত
সমুদ্র দিল না শান্তি। অনন্ত আকাশে মিলল না
সান্ত্বনার ঠাঁই। সীমাহীন দূর দিগন্ত
কেড়ে নিল আমার অবাধ গন্তব্যের নিশানা।
আমি স্থির দাঁড়িয়ে রইলাম।
যন্ত্রণায় ভেঙে ভেঙে দ্বিখণ্ড হলাম।
তুমি সমুদ্রের মতন, আকাশের মতন, দিগন্তের মতন
নির্বিকার হেসে বললে : এহেন দুর্বলতা তোমাকে মানায় না।

১৮.

মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তোমার পায়ের কাছে আমার পাপ
আমার পাপের জন্য নতজানু আমি
করজোড়ে তোমার ক্ষমাপ্রার্থী হবো ;
মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে তোমার শ্বেতচন্দন কপালে আমার পুণ্য
আমার পুণ্যের জন্য প্রেমে প্রত্যয়ী আমি
ওষ্ঠে তোমার অনুরাগরঞ্জিত চুম্বন রটাবো ;
আমি তোমার পাপ
আমি তোমার পুণ্য
আমি তোমার পাপ পুণ্য
আমাকে তুমি ভালবাসায় ঘৃণায় সম্পূর্ণ করো।

১৯.

সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসো, সিঁড়ি হোক সোপান—
যেন পূজারিণী মন্দিরে চলেছো,
মঙ্গলঘট আর পুষ্পার্ঘ্যে সাজাবে তোমার ভালবাসার বেদী
আর আরতির উজ্জ্বল নীলাভ শিখায়
দাউ দাউ জ্বলে উঠবে চিত্তের গ্লানি ;
পদচিহ্নে চিহ্নিত হবে স্বর্গীয় পবিত্রতা।
দ্বৈত সত্তার মিলন উৎসবে
নির্মোক উজ্জ্বলতায় পাবে শাশ্বত স্বরূপ—
স্মৃতিতে উজ্জ্বল হবে পূজারিণী ;
সিঁড়ি ভেঙে উঠে এসো, সিঁড়ি হোক সোপান।

২০.

একমাত্র বৃক্ষের সঙ্গেই মেলে সেই সাদৃশ্য
সুখ দুঃখ ভালবাসা যন্ত্রণা শোক সন্তাপ বেদনা ও বৈরাগ্যে
আশ্চর্য নীরব ও নির্বিকার ;
বজ্রাহত ঝলসে যায় ডালপালা, খসে পড়ে পিঙ্গলপত্র
মুখে তবু ফুটে ওঠে অম্লান হাসি—
অপার ফুলের মেলায় বসন্ত উৎসব ;
অথবা ছিন্নমূল, জলস্রোতে বিচ্ছিন্ন ভেসে যায় স্বপ্নশিষ—
বুকে তবু কোমল মাটির কবোষ্ণ মমতা ;
সহিষ্ণুতা আর সংযমে একমাত্র বৃক্ষই তোমার উপমা,
তুমি অপূর্ব দক্ষতায়
নির্বিকল্প বৃক্ষ হয়ে আছো।

২১.

আমার ছদ্মবেশ খুলে আমি যদি নগ্ন হই, বৃক্ষেরা যেমন
মেলে দ্যায় বুকের বাকল ;
দারুণ গ্রীষ্মের দিনে প্রার্থনা করে তৃষ্ণার জল ;
আমি আমার শূন্য কমণ্ডলু
ভিক্ষার ঝুলি তোমার সমুখে নামিয়ে রাখি ;

ছদ্মবেশ খুলে অন্নপূর্ণা সমুখে
প্রকাশিত হই ভিখারী শঙ্কর ;
তুমি কি ফিরিয়ে নেবে মুখ,
গুটিয়ে নেবে হাত ?
উদাসীনতায় কাটাবে কাল ?
দরোজায় দাঁড়িয়ে দেখে যাবে নির্বিকার
নিষ্ফল প্রার্থনায় আমার প্রস্থান ?

২২.

যতদিন আছি, অশ্রুর ভিতর তুমি আছো—
মুক্তা-ঝিনুক ;
বুকের পলির উপর এঁকে যাও আল্পনা ;
দু'চোখে ফেনা ভেসে যায়, দানা বেঁধে ভ'রে ওঠে হৃদয়ে লবণ ;
তবু অটুট তোমার আসন
অতলে থাকবে, ছিলো যেমন
যতদিন আছি।

২৩.

যদি আসে, আমি তবে বলি তাকে
খালি করে দাও তোমার কলসীর জল আমার শিকড়ে ;
অপচয় হয়ে যায় সুবর্ণ সময়
তোমার বিলম্বে, অঙ্কুরে বিনষ্ট হয় সম্ভাবনাময় সমূহ বাসনা ;
যদি আসে, উদগ্রীব মেলে ধরি ডালপালা
বিষণ্ণ চেহারায় চেয়ে থাকি
মুখের আকাশে, আনত চোখের দৃষ্টি
যদি যায় বুকের গভীরে, যদি উষ্ণ শ্বাস
ঝড় তোলে, আগুন ঝরায় বর্তুল হৃদয়ে ;
ঢেলে দিলে, দিতে পারে কলসীর জল—
যদি ছায়, শিকড়ে শিকড়ে
ঝুরির বেষ্টনে জড়াই তাকে, ঢেকে রাখি
সর্বাঙ্গ ভ'রে বিস্তৃত ছায়ায়।